NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি | সোম স্বাস্থ্য বীমা | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি | বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি | বৃহস্পতি সুন্দর থাকা | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ | শনি অর্থের আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ আজ ম্যাঞ্চেস্টারে অভিষেক অংশুলের

সেনার হাতে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ৭

কলকাতা ২৩ জুলাই ২০২৫ ৬ শ্রাবণ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.07.2025, Vol.19, Issue No. 44, 8 Pages, Price 3.00

বাঙালি ও বাংলায় পারদ চড়ছে সংঘাতের

ভিন রাজ্যে হেনস্তায় ফের ফুঁসলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিনরাজ্যে কর্মরত বাঙালি শ্রমিকদের উপর বারবার হেনস্তার অভিযোগ উঠছে। এবার বাংলাদেশি সন্দেহে ৫২ জন শ্রমিককে নিয়ে হরিয়ানা সরকারের চিঠি ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'ভাষা সন্ত্রাস চলছে। জেলাভিত্তিক তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এভাবে বাংলা দখল করা যাবে না। আমরা আমাদের কাজ করব, কেউ ভয় পাবেন না।'

একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রসঙ্গেই ফের সরব মুখ্যমন্ত্রী। জানান, হরিয়ানা সরকার সম্প্রতি রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়ে ৫২ জন শ্রমিকের তথ্য চেয়েছে। চিঠিতে তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহ করা হয়েছে বলেই ইঙ্গিত। এই শ্রমিকেরা মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার ও উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'এটা খুবই উদ্বেগজনক। নিরীহ শ্রমিকদের বাংলাদেশি বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন রুটি-রুজির জন্য যারা পরিশ্রম করেন, তাঁদের এইভাবে অপমান করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন।' এরপরেই তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'ভয় পাবেন না। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আইনত যা যা করা দরকার করব।'

পাশাপাশি, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'বাংলার শ্রমিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে, অথচ পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের এখনও ধরা যাচ্ছে না কেন?' মণিপুরের অশান্তি ঘিরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেও কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'আমাদের দিকে না তাকিয়ে আগে নিজের ঘর সামলান। আগুন লাগলে ঘর বাঁচাবেন কীভাবে ভাবুন।'

সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, 'বাংলার উপর অত্যাচার বরদাস্ত করব না। বাংলা আগে এক নম্বরে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।' এই ইস্যুতে কেন্দ্রের নীরবতাও প্রশ্নের মুখে তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, 'জাতি-ধর্ম-ভাষা বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি। এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশানা করছে। ওদের রুখতেই হবে।'

নবান্ন সূত্রে খবর, ওই ৫২ জন শ্রমিকের সুরক্ষা এবং তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। প্রয়োজনে হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের পথে হাঁটবে প্রশাসন।

মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী।

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছতে আরও এক নতুন প্রশাসনিক উদ্যোগ নিল নবান্ন। এবার পাড়া থেকে পাড়া ঘুরে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে সরাসরি ময়দানে নামছে সরকারি আধিকারিকেরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার নবান্ন থেকে ঘোষণা করলেন নতুন প্রকল্প; 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। আগামী ২ অগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে চালু হবে এই কর্মসূচি, যা চলবে দু'মাস ধরে।

প্রকল্পের কাঠামো কী রকম হবে, তারও খসড়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। রাজ্যের ৮ হাজার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে তিনটি করে বুথ নিয়ে হবে একটি শিবির। এক দিন করে ক্যাম্প বসবে প্রতিটি এলাকায়। উপস্থিত থাকবেন সরকারি আধিকারিকরা। এলাকা ভিত্তিক ছোটখাটো সমস্যার কথা শুনে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জল, বিদ্যুৎ, নিকাশি, রাস্তা, টিউবওয়েল বা এমনকি একঘর কল বসানোর মতো ছোট পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়েই হবে এই শিবির।

প্রত্যেক বুথ পিছু দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই হিসেবে সম্পূর্ণ প্রকল্পে খরচ ধরা হয়েছে ৮ হাজার কোটি টাকা। মমতার স্পষ্ট বার্তা; 'মানুষ নিজের সমস্যার কথা নিজের মুখে জানাবেন। শুনবে প্রশাসন। কাজও হবে স্বচ্ছতা মেনে অনলাইনের মাধ্যমে।'

এই প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি রাজ্য স্তরের টাস্ক ফোর্স গঠনের কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অভিজ্ঞ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত হবে এই পর্যবেক্ষক দল। কাজ কোথায় হচ্ছে, কতটা হচ্ছে, তা নজরদারি করবে এই টিম। জেলা স্তরেও অনুরূপ টাস্কফোর্স গঠন করা হবে।

প্রকল্প ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "প্রধানমন্ত্রী 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর কথা বলেন বটে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। আমরা বলি না, কাজ করে দেখাই। 'দুয়ারে সরকার' তার বড় প্রমাণ।" শেষে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি; 'এতদিন মানুষ সরকারের কাছে আসত, এবার সরকারই যাবে মানুষের কাছে। পরিকল্পনা থেকে রূপায়ণ;সবটা ৬০ দিনের মধ্যে শেষ করব।' পুজোর সময় কিছুটা কাজ বন্ধ থাকবে বলেও জানান তিনি।

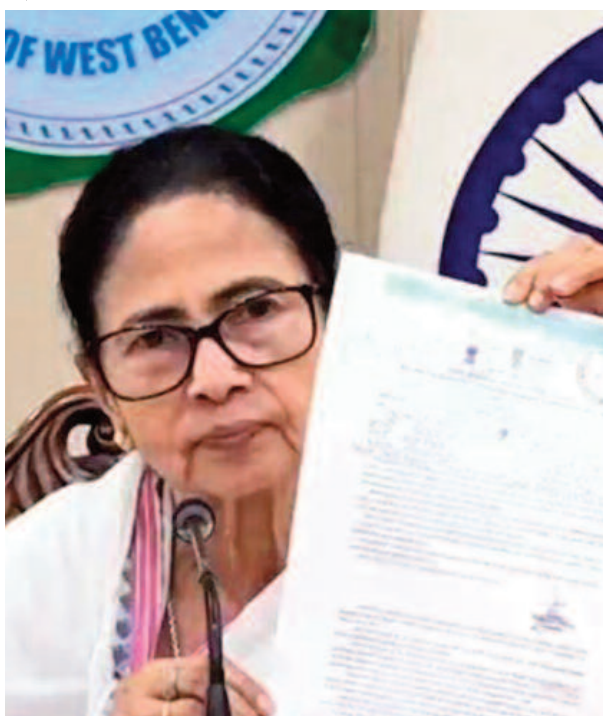

শুভেন্দুর তোপে 'ভাষা আন্দোলন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা আন্দোলনের আহ্বানকে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করেন তিনি। বলেন, 'বাংলা ভাষা রক্ষার দায়িত্ব ওনাকে কে দিয়েছে? উনি কে?'

ভাষা-রক্ষার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বার্তাকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, 'বাংলা ভাষার উনি কে? বাংলা ভাষা রক্ষার দায়িত্ব কে ওনাকে দিয়েছে!' এরপর অতীত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট টেনে আনেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, 'যেদিন প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রপতি করার প্রস্তাব উঠেছিল, যিনি একজন বাঙালি, সেই প্রস্তাবেই প্রথম বিরোধিতা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন যাঁকে গালাগালি দিচ্ছেন সেই বিজেপিই তো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আরেক বাঙালি;শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত পরামর্শদাতা ছিলেন বাঙালি অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায়। আর যিনি এখন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, সঞ্জীব স্যান্যাল, তিনিও বাঙালি। এমনকি কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার অসীম ঘোষ নামের একজন কৃতি বাঙালি অধ্যাপককে হরিয়ানার রাজ্যপাল করেছেন। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য এই রাজ্যে না বলাই ভালো।'

এদিনই ফের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও মুখ খোলেন শুভেন্দু অধিকারী। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, 'ভারতের মুসলিম নাগরিকদের নিয়ে আমাদের কোনও বিরোধিতা নেই। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে উপকৃত হন। কিন্তু রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলিমরা ভারতীয় নন, এটা একেবারে স্পষ্ট। ২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁদের আমন্ত্রণ

জানিয়েছিলেন। আমরা চাই, এসআইআর-এর মাধ্যমে এই অনুপ্রবেশকারীদের যাচাই করে ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হোক। যাঁরা অবৈধ, তাঁদের পুশব্যাক করতে হবে। এটা রাজনীতির প্রশ্ন নয়, এটাই দেশের জনগণের অভিপ্রায়।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, শহিদ দিবসের পর রাজ্য রাজনীতির উত্তাপ যত না ২১ জুলাইয়ের সভা ঘিরে, তার চেয়ে বেশি এখন এই ভাষা ও অনুপ্রবেশ বিতর্ক কেন্দ্রিক সংঘাতে।

অসুস্থতা মানছে না বিরোধীরা

গৃহীত পদত্যাগ, শুভেচ্ছা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: সোমবার রাতে উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড়। মঙ্গলবার তা গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মূলত শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়েই পদ ছেড়েছেন ধনখড়। এই অবস্থায় তাঁর সুস্থতা কামনা করে অবসর জীবনের জন্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে তাঁকে সরাতে চেয়েছিলেন বিরোধীরা। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও এনেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সোমবার রাতে আচমকাই উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফাকে কিছুটা অস্বাভাবিক বলেই মনে করছেন বিরোধীরা। ধনখড় নিজে অবশ্য ইস্তফাপত্রে লিখেছেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি এই পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই তত্ত্ব মানতে নারাজ বিরোধী দলগুলি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সকালে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে উপরাষ্ট্রপতি-সহ বিভিন্ন পদে ধনখড়ের কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সুস্বাস্থ্যও কামনা করেছেন। তবে তাঁর ইস্তফা নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের কোনও জবাব এখনও আসেনি কেন্দ্রের তরফে।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে সংশয় প্রকাশ করেছেন ধনখড়ের ইস্তফার কারণ নিয়ে। মঙ্গলবার সকালে সংসদচত্বরে প্রবেশের সময় তিনি বলেন, 'কী কারণ, তা একমাত্র তিনিই জানেন। এই নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। হয় তিনি জানেন, নয়তো সরকার জানে।'

সমাজমাধ্যমে ইংরাজি এবং হিন্দিতে সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি পোস্ট করেছেন মোদী। তিনি লিখেছেন, 'শ্রী জগদীপ ধনখড়জি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি-সহ বিভিন্ন পদে আমাদের দেশের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি।'

> **উনি তো যথেষ্টই সুস্থ। তাহলে হঠাৎ পদত্যাগ কেন? ঘটনার পিছনে অন্য কিছু আছে কি না, আমি বলতে পারব না। তবে ঘটনাটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।**
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এরই মাঝে জল্পনা শুরু হয়েছে, কে বসবেন দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে। তালিকায় উঠে আসছে একাধিক নাম। যার মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে নীতীশ ঘনিষ্ঠ জেডিইউ-র নেতা হরিবংশ নারায়ণ সিং। যিনি বর্তমানে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান। আপাতত তাঁকেই উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্বে এনে বিহারে ভোট বৈতরণী পার করতে আগ্রহী মোদির বিজেপি সরকার।

বিরোধী হট্টগোলে মুলতুবি অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: বিরোধীদের হট্টগোলে মঙ্গলবারও সকাল থেকে দফায় দফায় মুলতুবি হয় সংসদের বাদল অধিবেশন। 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আলোচনার দাবিতে হট্টগোল বাধে লোকসভায়। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় বিরোধীরা তুলে ধরেন বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনীর প্রসঙ্গ। এই দুই বিষয়ে আলোচনার দাবিতে সংসদের উভয় কক্ষে সরব হন বিরোধী দলের সাংসদেরা।

সকাল ১১টা লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদেরা আসন ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আলোচনার দাবি তুলতে থাকেন। প্রথমে দুপুর ১২টা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন স্পিকার ওম বিড়লা। দুপুর ১২টার সময় ফের লোকসভার অধিবেশন বসলে আবার 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আলোচনার দাবিতে সরব হন বিরোধীরা। সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানান, স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। বিরোধী সাংসদদের আসনে গিয়ে বসার অনুরোধ করেন তিনি। এর পরেও হট্টগোল চলায় দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করা হয়।

এই সময় সংসদের বাইরেও ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব-সহ অন্য বিরোধী সাংসদেরা সংসদ কক্ষের বাইরে এ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। অন্য দিকে, রাজ্যসভাতেও নির্বাচন কমিশনের বিশেষ সমীক্ষা নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন বিরোধী সাংসদেরা। জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফার কারণে মঙ্গলবার রাজ্যসভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন উচ্চকক্ষের ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং। অধিবেশনের শুরুতেই দশ জন বিরোধী সাংসদ অবিলম্বে এই প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি তোলেন। বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি করা হয় রাজ্যসভার অধিবেশন। পরে দুপুর ১২টায় অধিবেশন বসলে আবারও ভোটার তালিকার সংশোধনীর প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি তোলেন বিরোধীরা। যার জেরে ফের দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন।

বাদ ৫২ লক্ষ

■ বিহারের মোট ভোটারের সাড়ে ৬ শতাংশই ভুয়ো! ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়তে চলেছে অন্তত ৫২ লক্ষ ভোটারের। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, এই ৫২ লক্ষ ভোটারকেই তাঁদের নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে 'স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী-সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে ৩১

ঢাকা, ২২ জুলাই: বাংলাদেশের ঢাকায় স্কুলভবনে বায়ুসেনার বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় আরও বাড়ল মৃতের সংখ্যা। মঙ্গলবার সকাল ৮টা নাগাদ) সে দেশের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী, চিকিৎসক মহম্মদ সায়েদুর রহমান একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি জানান, বিমান দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৭ জনের মধ্যে ২৫ জনই শিশু। অধিকাংশেরই বয়স ১২-র কম। তিনি বলেন, '২০ জনের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তবে ৬ জনের দেহ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।' মৃতদের মধ্যে বাকি দু'জন হলেন বিমানটির পাইলট এবং ওই স্কুলের এক শিক্ষিকা। পরে সময় বাড়লে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে ৩১ হয়।

সোমবার দুপুরে ভেঙে পড়ে সেদেশের বিমান বাহিনীর একটি বিমান। সেই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ২০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছিল। আহত হয়েছিলেন ১৭১ জন। বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আহতরা। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাংলাদেশ বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগ পড়ুয়া। যে সময় সেনাবাহিনীর

প্রশিক্ষণ বিমানটি ভেঙে পড়ে তখন ক্লাস চলছিল। বিমানটি ভেঙে পড়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটিতে আগুন ধরে যায়। সেই লেলিহান অগ্নিশিখায় ঝলসে যায় প্রায় ২০০ জন পড়ুয়া। তাদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষকও ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ওই সাংবাদিক বৈঠকে চিকিৎসক সায়েদুর জানান, ইতিমধ্যেই ২০ জনের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসীন রয়েছেন ৭৮ জন। সব মিলিয়ে আহতের সংখ্যা অন্তত ১৭০ বলে জানিয়েছেন তিনি। দগ্ধ শিশুদের জন্য প্রার্থনা করার আর্জি জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি জানান, আহতদের চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক রক্তদাতা রয়েছেন। তবে নেগেটিভ গ্রুপের কিছু রক্ত লাগতে পারে বলে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের তরফে জানানো হয়েছে।

ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপর সোমবার দুপুরে (স্থানীয় সময়) আচমকাই ভেঙে পড়ে বায়ুসেনার একটি বিমান। ওড়ার ১২ মিনিটের মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। রাত গড়িয়ে যাওয়ার পরেও উদ্ধারকাজ চলে ওই স্কুলে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আর কেউ আটকে আছেন কি না, তারই খোঁজ চলে। সামরিক সরঞ্জাম-সংক্রান্ত মার্কিন ওয়েবসাইট 'গ্লোবাল সিকিউরিটি ডট কম'-এর তথ্য অনুযায়ী, এফটি-৭ বিজিআই বিমানটি চিনের একটি সংস্থা তৈরি করে। সংস্থার নাম চেংদু এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন। এই বিমানটি দুই আসন বিশিষ্ট এবং একক ইঞ্জিন যুক্ত। সাধারণত প্রশিক্ষণের কাজে বিমানটি ব্যবহার করে সেনাবাহিনী। সোমবার মহড়ার সময় ভেঙে পড়ে সেটি।

প্রতিবেশী দেশে এমন বিমান দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পাশে থেকে সব ধরণের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

স্বতন্ত্রতার সওয়াল করে রাজ্যকে চিঠি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলতে নির্বাচন কমিশন রাজ্যকে চিঠি দিয়েছে। গত ১৭ জুলাই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে এই মর্মে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোটার কার্ডের বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে যখন রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই কমিশনের এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

মুখ্যসচিবকে কমিশনের পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বর্তমানে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে রয়েছেন। ফলে দপ্তরটি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণ, এতে সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। দপ্তরের নিজস্ব বাজেট না থাকায় কোনও খরচ করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হচ্ছে।

এমনকী ভোট সংক্রান্ত খরচের ক্ষেত্রেও দপ্তরটি ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কমিশনের মতে, এভাবে চললে ভবিষ্যতে নির্বাচন সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উপর সরকারি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

চিঠিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অধীনে আলাদা দপ্তর গঠন করতে হবে। তৈরি করতে হবে স্বতন্ত্র বাজেট হেড। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে আর্থিক বিষয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অথবা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সমান ক্ষমতা দিতে হবে। পাশাপাশি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দপ্তরে নিযুক্ত ফিনান্স অ্যাডভাইজারদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। ভোট সংক্রান্ত কাজে যাতে দেরি না হয়, তার জন্য খালি থাকা পদে দ্রুত নিয়োগের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের এই চিঠি স্বাক্ষর করেছেন আন্ডার সেক্রেটারি আশুতোষ এম। এই পরিস্থিতিতে পরিষ্কার, আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে সরাসরি নবান্নকে বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর যাতে সম্পূর্ণ ভাবে রাজ্য সরকারের প্রভাবমুক্ত থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন কমিশন ঘনিষ্ঠ মহল।

কমিশনের বক্তব্য

- মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অধীনে আলাদা দপ্তর গঠন করতে হবে।
- তৈরি করতে হবে স্বতন্ত্র বাজেট হেড।
- মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে আর্থিক বিষয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অথবা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সমান ক্ষমতা দিতে হবে।
- কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দপ্তরে নিযুক্ত ফিনান্স অ্যাডভাইজারদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Zarina Khatoon (old name) W/o. Ahamad Hussain R/o. 868, New Line, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jarina Khatun (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Zarina Khatoon & Jarina Khatun W/o. Ahamad Hussain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Sekh Soukat Ali S/o. Sekh Barsed Ali ও Sk Soukat Ali S/o. B. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Moniruddin & also Moniruddin Molla (old name) S/o. Late Abdul Gaffar Molla R/o. Popai, Harit, Dadpur, Hooghly-712305, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Moniruddin Molla (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Md Moniruddin & Moniruddin Molla & Md Moniruddin Molla S/o. Late Abdul Gaffar Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মফিজউদ্দিন মন্ডল পিতা- মৃত আবুবক্কর মন্ডল আমার পাসপোর্টে আমার নাম Mafizuddin Mandal আছে। 8/1/25 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে Mafijuddin Mandal ও Mafizuddin Mandal উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। ইটাবেরিয়া হাঁসখালি নদীয়া।

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Hussain Miya (old name) S/o. Late Md Rasul R/o. 868, New Line, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Hossain (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Hussain Miya & Md Hossain S/o. Late Md Rasul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Ahamad Hussain.

বিজ্ঞপ্তি

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল প্রিন্স দে তাহার অ্যারিজিন্যাল পিট দলিল নং ০৭৩৩১/২০০৮ যাহা হাওড়াতে অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত তাহা হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল দাসনগর থানাতে একটি জি. ডি. করিয়াছেন যাহার জিডি নং ১০৯৭ তারিখ ২২/০৭/২০২৫ আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্থায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যতায় উক্ত সময় পর কাহারো কোন প্রমান বা দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

Sd/- ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০ কিরন শঙ্কর রায় রোড
কোলকাতা-৭০০০০১

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)

বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।

বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।

M-9830508955/ 8972034019

NAME CHANGE

I Mana Dey S/o Subhash Dey, residing at 31/1, 7th Lane, Vidyasagar Park, P.O – Bansdroni, P.S – Regent Park, Kolkata – 700070, vide an affidavit no. 43672 before the court of 1st Class Judicials Magistrate, Alipore dated 01.12.2021 that my actual name is Mana Dey but in my Voter Identity Card my name has been write as Subha Dey instead of my actual name Mana Dey, Mana Dey and Subha Dey is same and one identical Person.

AFFIDAVIT

আমি আব্দুর রাকিব মল্লিক, পিতা মৃত আহমাদ মল্লিক (Mustak Ahamad Mallick) আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট নং- 45330, তারিখ- 15/7/2025) বলে এই মর্মে জানাচ্ছি যে আমার পিতা Mustak Ahamad Mallick (যা PAN নাম্বার- IURPM5108Q, Aadhar No- 669718175128) নামে নথিভুক্ত। কিন্তু ভুলবশত আমার স্কুলের তথ্যে পিতার নাম Mostak Ahamad Mallick হয়েছে। উল্লেখ্য Mostak Ahamad Mallick ও Mustak Ahamad Mallick এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NOTICE

IN THE COURT OF THE DISTRICT DELEGATE, KHARAGPUR
SUCCESSION CERTIFICATE CASE NO. 27 OF 2024
Sri Nirban Biswas & another
…. Petitioners
Vs.
Smt. Anindita Patra & another
…. Opposite Party

This is for the information of all concerned that **Sri Nirban Biswas**, S/o Late Biplab Biswas, resident of Raghunathpur, Near SBI, Jhargram, P.O. Raghunathpur, P.S. & Dist. - Jhargram, PIN - 721 507 & another have filed a Succession Certificate Case being No. 27/2024 before The Ld. District Delegate, Kharagpur for grant of Succession Certificate of deceased **Dipti Biswas** of Sarat Pally, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur died on 07.02.2017. The next date of hearing of the case has been fixed on 20.08.25. If anybody has got to say anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.

Schedule:
1. Money lying in the Savings A/c No.530101007713650 in the Union Bank of India, Kharagpur Branch previously known as Corporation Bank
2. Money lying in the Fixed Deposit A/c No.530101007713650 in the Union Bank of India, Kharagpur Branch previously known as Corporation Bank
Locker being No. 112 in Union Bank of India, Kharagpur Branch previously known as Corporation Bank.

By order
Madan Mishra (Sheristadar)
District Delegate, Kharagpur

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল প্রনব মন্ডল, স্বামী- গাবু মন্ডল ওরফে শ্রী রাম মন্ডল ওরফে গারিয়েল মন্ডল, সাং-কালীপুর পূর্ব ভাতজাংলা, পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া গত ইংরাজী ২৩.০২.২০১০ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের IV-063/2020 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৯১ নং বড়কইল মৌজার LR ১৬৯১০ নং খতিয়ানে, LR ৯৯ নং দাগে ৫.১০ শতক সম্পত্তি **শ্রী রাম মন্ডল ওরফে গারিয়েল মন্ডল**, পিতা- মৃত সুধীর মন্ডল ওরফে ডোমেনিক সাং কালীপুর পূর্ব ভাতজাংলা, পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

প্রণয় দেবনাথ (এ্যাডভোকেট),
নবদ্বীপ কোর্ট ও কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৩ শে জুলাই । বুধবার, ৬ ই শ্রাবন । চতুর্দশী তিথি, ভদ্র । জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সম্ভাবনার কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দূর্গা মায়ের নাম করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা - হুগলী, সদর -চুঁচুড়স্থিত ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং – ৩২/২০২৪

শ্রী তুষার কান্তি ব্যানাৰ্জ্জী, পিতা - স্বৰ্গীয় দুৰ্গাদাস ব্যানাৰ্জ্জী, সাং - কাঁটাপুকুর,পোঃ ও থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮।……………………দরখাস্তকারী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারী তাহার সহোদরা কনিষ্ঠ ভগিনী অধুনামৃত **মিনতী বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা- স্বৰ্গীয় দুৰ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং- পশ্চিম সেখপাড়া, আলিখোজা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮-এর নিম্ন তপশীল বৰ্ণিত সম্পত্তি লইয়া সাক্সেশান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্তে উক্ত আদালতে ২০২৪ সালের ৩২ নং এ্যাক্ট ৩৯ নং মোকৰ্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।

যদি উক্ত **মিনতী বন্দ্যোপাধ্যায়** মহাশয়ার কেহ উত্তরাধিকারী বা তাহার নিম্ন তপশীল সম্পত্তির প্রতি অধিকারী থাকে বা কেহ আপত্তি দাখিল করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন নচেৎ আইন মোতাবেক পরবর্ত্তী শুননী ও আদেশ হইবে ।

তপশীল সম্পত্তি

Item No.1 :- Public Provident Fund Account, State Bank of India, Mogra Branch, C.I.F. NO. 80799236178, A/C. No. 10991485628, Customer name Minati Bondyopadhyay. Outstanding Amount - Rs. 7,55,495 (Rupees Seven Lakh Fifty Five Thousand Four Hundred Ninety Five) Only (as on 31.03.18). **Item No.2:** Term Deposit, Scheme - Fixed Deposit FDGNS, United Bank of India (presently Punjab National Bank), Mogra Branch, A/c. No. 0158100235037, Date of Issue 07/10/2013, amount Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight Lakh) Only Operational Instruction-Self. Date of Maturity- 07/10/2023. **Item No.3:** - Term Deposit, Scheme - Fixed Deposit FDGNS, United Bank of India (presently Punjab National Bank), Mogra Branch, A/c. No. 0158100220231, Date of Issue 14/03/2013, Issue Price Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh) Only Matured Amount Rs. 3,15,930 /- (Rupees Three Lakh Fifteen Thousand Nine Hundred Thirty) Only Operational Instruction-Self. Date of Maturity- 14/02/2018. **Item No.4:**- Term Deposit, Scheme - Fixed Deposit FDGNS, United Bank of India (presently Punjab National Bank), Mogra Branch, A/c. No. 0158100257459, Date of Issue 27/12/2014, amount Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh) Only Operational Instruction-Self. Date of Maturity- 27/12/2019. **Item No. 5**:- Term Deposit, Scheme- Fixed Deposit FDGNS, United Bank of India (presently Punjab National Bank), Mogra Branch, A/c. No. 0158100208994, Date of Issue 04/08/2012, amount Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakh) Only Operational Instruction-Self. Date of Maturity- 04/05/2017. **Item No. 6:** -20 (Twenty) 5½ year Kisan Vikas Patra of Panchpota Post Office, Kolkata- 152, W.B. in the name of the deceased Minati Bandyopadhyay of 129, North Balia, Nepal Sarani, Kol-84, which are as follows:-

	CERTIFICATE NO	DATE OFF ISSUE	DATE OF MATURITY	AMOUNT
1)	62BC 821823	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
2)	62BC 821824	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
3)	62BC 821825	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
4)	62BC 821826	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
5)	62BC 821826	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
6)	62BC 821828	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
7)	62BC 821829	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
8)	62BC 821830	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
9)	62BC 821831	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
10)	62BC 821832	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
11)	62BC 821833	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
12)	62BC 821834	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
13)	62BC 821835	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
14)	62BC 821836	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
15)	62BC 821837	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
16)	62BC 821838	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
17)	62BC 821839	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
18)	62BC 821840	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
19)	62BC 821841	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-
20)	62BC 821842	24/02/2010	24/09/2018	Rs.5000/-

ইতি- **Total Rs. 1,00,000/-**

দরখাস্তকারীর পক্ষে
প্রদীপ্ত ব্যানাৰ্জী (এ্যাডভোকেট)
তাং-১৭.০৭.২০২৫

আদালতের অনুমত্যানুসারে
পাৰ্থ সারথী পাল (সেরেস্তাদার)
জেলা- হুগলী, সদর -চুঁচুড়স্থিত ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি দীপালি ঘোষ, স্বামী সুজয় ঘোষ,রায়নগর, পোস্ট- দক্ষিণ বারাসাত, সাব-ডিস্ট্রিক্ট- জয়নগর-১, পিনকোড- ৭৪৩৩৭২, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এর বাসিন্দা, একটি ০৩ শতক জমি এবং তার উপর গ্রাউন্ড প্লাস ১ তল বাড়ির মালিকানা লাভ করেছেন যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ ৯৮০ বর্গফুট ও প্রথম ফ্লোরের পরিমাপ ৫৪০ বর্গফুট। এই সম্পত্তিটি আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৪৯১ ও ৪৯৩ এর অংশ, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৭১ (দলিল অনুসারে) এবং ৪০৫৯ (পর্চা অনুসারে) এর অধীনে জে.এল. নং ৪৯, মৌজা-রায়নগর, থানা-জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৭২, হরিণায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ২০২২ সালের ১৬২০০১০৮৫ নং রেজিস্টার্ড হেবা দলিলের মাধ্যমে এই সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেছেন এবং এটি গৃহম হাউজিং ফাইন্যান্স-এর অনুকূলে বন্ধক রাখতে ইচ্ছুক।

যদি উল্লিখিত সম্পত্তিতে কারো কোনো দাবি থাকে অথবা সম্পত্তি বন্ধক রাখা নিয়ে কোনো আপত্তি থাকে, তবে অনুগ্রহ করে ১৪ দিনের মধ্যে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জী
অ্যাডভোকেট
৭, এন.পি.বি লেন, কলকাতা-৭০০০১৪
ফোন: ৯৮৩১৩০০৭৩৯৬
ইমেইল:
joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী মনিতা দেবী, স্বামী- শ্রী সুরেন্দর সিং, সাকিম- ২৬ রসিক কৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন, পোঃ- সালকিয়া, থানা- মালিপাঁচঘড়া, জেলা- হাওড়া, পিন - ৭১১১০৬, বিগত ইংরাজী ২৯/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১২০৮৮/২০২৩ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**অজয় কুমার দেবাংশী**, পিতা- মৃত কৈলাস প্রসাদ দেবাংশী, সাকিম- গোবারা নেতাজী নগর, পোঃ- চন্ডীতলা, থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৭০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **অজয় কুমার দেবাংশী** হুগলী এ.ডি.এস.আর. অফিসে **নিতু শর্মা**, স্বামী- শ্রী সুশীল কুমার, সাকিম- ৫৯ বি., হাজরা রোড, পোঃ- বালিগঞ্জ, থানা- গড়িয়াহাট, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০১৯; মহাশয়াকে I-৮৪৯৫/২০২৫ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে / ২ (দুই) কাঠা বা ০৩.৩০ (তিন দশমিক তিন শূন্য) শতক বিক্রয় করি।

//তপশীল//

জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা ধেমুয়া, জে.এল.নং ৪০, হাল (এল.আর.) ১৫০২ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সাবেক (আর. এস.) ৭৫০ হাল (এল.আর.) ৫৬০ নম্বর দাগে শালি ১৭ অংশে ২৮ শতকের মধ্যে ০.১১৭৮ অংশে /২ (দুই) কাঠা বা ০৩.৩০ (তিন দশমিক তিন শূন্য) শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ইতি- অজয় কুমার দেবাংশী (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **স্বপন ভৌমিক**, পিতা-দীনেশ ভৌমিক, সাং-মগরা, হুগলী নিবাসী গত ইং 06-03-2024 তারিখে ADSR-Chinsurah অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **সেখ গোলাম রসুল**, পিতা-আব্দুল ওহাব সেখ মহাশয়ের নিকট হইতে 2697 নং আমোক্তার নামা দলিল দ্বারা মগরা থানার অধীনস্থ 104 নং জে.এল. ভুক্ত তারাগুন মৌজায় হাল খতিয়ান নং- 950, হাল 84 নং দাগে 16 শতক শালি জমি 19-06-2025 তারিখে ADSR-Chinsurah অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 7844, 7845, 7846 এবং 8232 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ নামে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ের দ্বারা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে BL&LRO চুঁচুড়া-মগরা ব্লকের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

Md. Mumtaz Alam (Advocate)
Cuhinsurah Court, Hooghly
Mob:- 8910669304

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রীমতি তরুলতা দেবী, স্বামী-ঁমনোমোহন রায়, ২) শ্রী শ্যামল কুমার রায়, ৩) শ্রী বিজন কুমার রায়, উভয়ের পিতা-ঁমনোমোহন রায়, ৪) শ্রীমতী স্বপ্না রায়, স্বামী- শ্রী অমরজিৎ রায়, সর্বসাং- মামুদপুর, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, সকলে বিগত ইং- ১০/০৬/৮৮ তারিখে IV-86 নং আমমোক্তার দলিল বলে শ্রী নবকুমার রায়, পিতা-ঁমনোমোহন রায়, সাং- মামুদপুর, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, -কে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত নবকুমার রায় সয়ং এবং আমমোক্তার বলে তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৮/০৭/৮৯ তারিখে I-4445 নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে শ্রীমতী সুস্মিতা সরকার, স্বামী- শ্রী সুবোধ সরকার সাং + পোঃ- পাটুলী, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, -কে বিক্রয় করেন। অতঃপর শ্রীমতী সুস্মিতা সরকার বিগত ইং- ২১/০১/০৩ তারিখে I-430 নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে আমার মক্কেল মিনতী রায়, স্বামী- বিজন কুমার রায়, সাং + পোঃ- পাটুলী, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, -কে বিক্রয় করেন। তপশীল- জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, থানা- পূর্বস্থলী, মৌজা- মামুদপুর (JL-16) মধ্যে ২৩০ নং দাগ মধ্যে খঃ নঃ ২৬৫, ৩২৬, ৪৩২, ৪৩১, ও ৪৩৩, পরিমান- ৬.৩/৫ শতক সম্পত্তি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার উক্ত মক্কেল / বর্তমান ক্রেতা তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য B.L. & L.R.O পূর্বস্থলী-২ ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য করা হইবে।

ইতি-
শ্রী রাসবিহারী সেন,
এ্যাডভোকেট,
নবদ্বীপ আদালত, নবদ্বীপ নদীয়া।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **জামিল আমিন** পিতা মরহুম মহম্মদ আমিন সাকিম অভিনন্দন এ্যাপার্টমেন্ট ওল্ড হসপিটাল রোড, ফাস্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং বি/৫, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১০১ মহাশয় বিগত ইং ০৪/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6164/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **তাসনিম আমিন**, পিতা মরহুম মহম্মদ আমিন সাকিম অভিনন্দন এ্যাপার্টমেন্ট ওল্ড হসপিটাল রোড, ফাস্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং বি/৫, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৩/০৬/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4807/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী প্রতিভা রায়** স্বামী শ্রী সুভাষ রায় সাকিম ছোট খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী- ৭১২১২১ মহাশয়াকে ০২.৪৭৫ শতক বা ০১.৫০ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ছোটখেজুরিয়া, ৪৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২১ ও ৬৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৫৩ নং দাগে ডাঙ্গা ষোল আনায় ২৮ শতক মধ্যে এল.আর. ২১ নং খতিয়ান হইতে ০২ শতক ও ৬৩ নং খতিয়ান হইতে ০.৪৭৫ শতক, একুনে ০২.৪৭৫ শতক বা ০১.৫০ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী প্রতিভা রায়** স্বামী শ্রী সুভাষ রায়, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মোক্কেল আসরাফুল বিবি, স্বামী- সেক জাহাঙ্গীর আলি, থানা- ঝাড়গ্রাম অন্তর্গত মৌজা- রাধানগর, জে.এল নং- ৩৮৫, হাল খতিয়ান- ২২৮/১, রিঃ ও হাল দাগ-৪৮২ মধ্যে ১০ ডেসিমেল ভূসম্পত্তি সেক জাহাঙ্গীর আলি (গত ইংরেজী ০৩/০৩/২০২৫ তারিখ ঝাড়গ্রাম সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৯৩ নং আমমোক্রার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার) মহাশয়ার নিকট হইতে গত ইংরেজী ২২/০৫/২০২৫ তারিখ ঝাড়গ্রাম সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন।

সেই মর্ম্মে আমার উপরিউক্ত মোক্কেল B.L. & L.R.O., Jhargram অফিসে MN/2025/2205/5536-নং মিউটেশন কেশ রুজু করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন।

নিবেদন ইতি,
নীলেশ দাস,
এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত।
এনরোলমেন্ট এফ/ ৭৪০/১০১২

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলী, ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া, সদর
২১ নং - ৩৯ আইন মোকৰ্দ্দমা - ২০২২ সাল

দরখাস্তকারী :- ১) **শ্রী জয়ন্ত কুমার শীল**, পিতা স্বৰ্গীয় গুনময় শীল, ২) **শ্রীমতী অপা শীল**, স্বামী শ্রী জয়ন্ত কুমার শীল, উভয়ের সাং- ১২/৫৩ ঘুঁটিয়াবাজার, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে- জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার অন্তর্গত- ১২/৫৪ নং ঘুঁটিয়াবাজার, হুগলী নিবাসী স্বৰ্গীয় গুনময় শীলের পুত্র প্রশান্ত কুমার শীল মহাশয় তাহার জীবদ্দশায় একটি উইল গত ইং- ২৪/৮/২০১০ তারিখে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত উইলের প্রবেট গ্রহনার্থে- উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ অত্র মোকৰ্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। যদি উক্ত উইল মোকৰ্দ্দমায় কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের-৩০(ত্রিশ) দিন মধ্যে স্বয়ং অথবা তাহার ভারপ্রাপ্ত আইনজীবী দ্বারা অত্র আদালতে বক্তব্য পেশ করিবেন। নচেৎ একতরফা বিচার হইবে।

(ক)- তপশীল: জেলা ও সাবরেজিষ্ট্রী হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার অন্তর্গত, ১৯ নং হুগলী মৌজায় রিভিশন্যাল সেটেলমেন্টের – ৬৫৮ ও ৬৫৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, হাল এল.আর. সেটেলমেন্টে ১৬০০ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস ও এল.আর ৪৯১ দাগে বাস্ত ০.০২৩ একর মায় তদুপরিস্থিত স্বসাজ গৃহাদি এবং ঐ খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. ও এল.আর ৪৯৩ নং দাগে বাস্ত ০.০০৬ একর মায় তদুপরিস্থিত স্বসাজ গৃহাদি দুইটি দাগে একনে ০.০২৯ একর যাহা উইলের সহিত নকশায় লাল রঙের বর্ডার দ্বারা বেষ্ঠিত ও (এ) অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত আছে। ইহা হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের ঘুঁটিয়াবাজার মহল্লায় ৪৯/১ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে ।

(খ)তপশীল: জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার অন্তর্গত, ১৯ নং হুগলী মৌজায় এল.আর. সেটেলমেন্টের ১৬০০ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. ও এল.আর – ৪৮৮ নং দাগে বাস্ত ১৲ আনায় ০.০১৭ একর মধ্যে ০.০৬৬৭ অংশে - ০.০০১ একর ও ৪৮৯ নং দাগে বাস্ত ১৲ আনায়-০.০১৯ একর মধ্যে ০.০৬৬৭ অংশে – ০.০০১ একর । ইহা হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের ঘুঁটিয়াবাজার মহল্লায় অবস্থিত হইতেছে ।

দরখাস্তকারীদ্বয়ের পক্ষে
তন্ময় মুখার্জী(আইনজীবী)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
পাৰ্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
হুগলী ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
চুঁচুড়া, সদর, ১৬/০৭/২০২৫

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

পর্যটনে ডিজিটাল রূপান্তরের পথে বাংলা, আসছে স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পর্যটনে তথ্যভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের তরফে একটি পূর্ণাঙ্গ 'ট্যুরিস্ট-ফেসিং মোবাইল অ্যাপ' তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ভ্রমণ আরও সুলভ, সুশৃঙ্খল এবং পর্যটক-বান্ধব করতে আধুনিক প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেই এই উদ্যোগ। দপ্তর সূত্রের খবর, নতুন অ্যাপটি হবে কার্যত একটি ডিজিটাল সহযাত্রী। দেশের ও বিদেশের পর্যটকদের জন্য রাজ্যের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরও স্বচ্ছ, বোধগম্য এবং রিয়েল টাইম আপডেট-সমৃদ্ধ করে তুলতে এই অ্যাপ কাজ করবে এক ছাতার নিচে। থাকবে গন্তব্য-ভিত্তিক তথ্য, যাত্রাপথ পরিকল্পনা, জরুরি সহায়তা, এমনকী উৎসবকালীন বিশেষ ফিচারও। পর্যটনের নতুন এই ডিজিটাল পরিকাঠামোর মূল লক্ষ্য; এক ক্লিকে ভ্রমণ পরিকল্পনা সহজ করা।

আইআইটি খড়গপুরে ছাত্রের রহস্যমৃত্যু তথ্য অনুসন্ধানে গঠিত ১০ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইআইটি খড়গপুরে চতুর্থ বর্ষের এক আবাসিক ছাত্রের রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে গঠিত হল ১০ সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত এই নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা করা হয়েছে। ১৮ জুলাই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ঋতম মণ্ডল নামে ওই বি-টেক ছাত্রের দেহ। এই ঘটনা ঘিরে প্রশ্ন উঠতেই সুবিচারের দাবিতে আইআইটির অধিকর্তাকে চিঠি দেয় কংগ্রেস। সেই চিঠিতে দ্রুত ঘটনার কিনারা করে দোষীদের শনাক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। সেই প্রেক্ষিতেই তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। আইআইটি-র ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ঘটনার জট খুলতেই এই তথ্য অনুসন্ধান কমিটি কাজ শুরু করেছে। কমিটির সদস্যরা ঋতমের শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট, সামাজিক সম্পর্ক, এবং মানসিক অবস্থা সহ যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখবেন।

শ্রাবণী মেলায় উপচে পড়া ভিড়, তারকেশ্বর স্টেশনে টিকিট বিক্রিতে রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রাবণী মেলা ঘিরে তারকেশ্বর স্টেশনে উপচে পড়েছে তীর্থযাত্রীর ভিড়। মেলার প্রথম দিনেই টিকিট বিক্রিতে রেকর্ড তৈরি হয়েছে। সোমবার একদিনে বিক্রি হয়েছে ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৫ টাকার টিকিট; মঙ্গলবার পূর্ব রেলওয়ের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

হুগলির তারকেশ্বর শহরে শ্রাবণ মাসে প্রতি বছর আয়োজিত হয় এই ধর্মীয় উৎসব। শ্রাবণ মাসের প্রতিটি সোমবার ভগবান শিবের জলাভিষেক করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন তারকেশ্বরে। শুধু শহর নয়, স্টেশনজুড়ে তৈরি হয় ধর্মীয় ভক্তির পরিবেশ। এই সময় তারকেশ্বরে ট্রেনযোগে যাত্রীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেলওয়ে চালু করেছে অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা ও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাও। যাত্রীদের চাপ সামাল দিতে স্টেশনে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত কর্মী।

উৎসবের প্রথম দিনেই বিপুল টিকিট বিক্রি প্রমাণ করেছে এই মেলার জনপ্রিয়তা এবং আস্থা। পূর্ব রেল জানিয়েছে, যাত্রীদের সুবিধার্থে চলতি শ্রাবণ মাস জুড়েই থাকবে বিশেষ পরিষেবা।

বেহাল নিউ কর্ড রোড সংস্কারের দাবিতে অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা শ্যামনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বহুদিন ধরে বেহাল দশায় পরিণত শিল্পাঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নিউ কর্ড রোড। কাঁকিনাড়ার নয়াবাজার থেকে শ্যামনগর পাওয়ার হাউস মোড় পর্যন্ত গোটা রাস্তা খানাখন্দে ভরা। বেহাল এই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে শ্যামনগর ২৬ নম্বর রেলগেটের সামনে নিউ কর্ড রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সিটুর সমর্থকরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সিটুর সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলছিল অবরোধ। মিনিট ১৫ অবরোধ চলার পর তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী এসে বিক্ষোভকারীদের মারধর করে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাঁরা প্রতীকী অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের মস্তানবাহিনী এসে

মহিলাদের মারধর করে। গার্গীর অভিযোগ, ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তাঘাট বেহাল দশায় পরিণত। এমনকী, নিকাশি ব্যবস্থার হাল অত্যন্ত খারাপ। তাঁর অভিযোগ, পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীরা কাজ পায় না। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পেনশন পায় না। প্রতিবাদ করতে গেলে তৃণমূলের মস্তানবাহিনী এসে মারধর করে। যদিও তৃণমূলের তরফে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

■ মহাত্মা গান্ধি রোড মেট্রো স্টেশনে অতিরিক্ত পানীয় জলের সরবরাহ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। যাত্রীসুবিধা বাড়াতে স্টেশনে তৈরি হয়েছে ২০ হাজার লিটারের ভূগর্ভস্থ জলাধার। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক পি উদয় কুমার রেড্ডি ও অন্যান্য আধিকারিকেরা। একই দিনে বেলগাছিয়া স্টেশনে পুরনো ১১ কেভির বদলে চালু হয় ৩৩ কেভি ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন। নতুন এই সাব-স্টেশনে গ্যাস ইনসুলেটেড সুইচ গিয়ার বসানো হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে এবং লাইনে ক্ষয়ক্ষতি কমবে। ট্রান্সফর্মারের কোর লসও কমে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। উন্নয়নের ফলে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে মেট্রো সূত্রের খবর। পুরো কাজ মেট্রো পরিষেবা বন্ধ না করেই সম্পন্ন হয়েছে। দমদম স্টেশনেও শীঘ্রই এই উন্নয়ন হবে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৩ জুলাই ২০২৫, ৬ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার

আলিপুর চিড়িয়াখানায় বিস্তর গরমিল প্রাণীর সংখ্যা নিয়ে, মামলা দায়ের আদালতে

প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা ও সম্ভাব্য পাচারের ইঙ্গিত ঘিরে হতবাক মহানগর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ঐতিহ্যবাহী আলিপুর চিড়িয়াখানাকে ঘিরে সামনে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। আর এই অভিযোগ সামনে এনেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'স্বজন'। শুধু অভিযোগ-ই নয়, এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলাও দায়ের করেছে। এই মামলায় তাদের তরফের বক্তব্য, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের শেষে চিড়িয়াখানার প্রাণী সংখ্যা ছিল ৬৭২টি। কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শুরুতেই সেই সংখ্যা নেমে আসে ৩৫১-এ। অর্থাৎ মাত্র এক রাতেই উধাও হয়ে গেছে ৩২১টি প্রাণী।

এর পাশাপাশি অপর একটি সূত্র মারফত এও জানা যাচ্ছে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে টানা ৩০ বছর ধরে চিড়িয়াখানার প্রাণী সংখ্যার বার্ষিক রিপোর্টে রয়েছে একাধিক অসঙ্গতি। কখনও কয়েকটি, কখনও শতাধিক প্রাণী হঠাৎ কমে বা বেড়ে গেছে। এমনকী ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ইনভেন্টরি রিপোর্ট জমা পড়েনি, যদিও তা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে চিড়িয়াখানার অধিকর্তা অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ওই বিষয়টিতে আমাদের কাজ চলছে। পরে বিস্তারিত বলা যাবে।'

এই প্রসঙ্গেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'স্বজন'-র দাবি, প্রাণীসংখ্যা কমানোর পেছনে

রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র। অভিযোগ, আলিপুর চিড়িয়াখানার ৩৪এ, বেলভেডিয়ার রোডের প্রায় ৩ একর জমি বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বিক্রির প্রক্রিয়া চলছে। অথচ এই জমিতেই রয়েছে চিড়িয়াখানার ভেটেরিনারি হাসপাতাল, রেসকিউ সেন্টার এবং পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়াম।

এই মামলার পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার, ২৪ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টে। এনজিও-র দাবি, গত ১০ বছরের ইনভেন্টরি রিপোর্ট জমা দিতে এবং সমস্ত গরমিলের ব্যাখ্যা দিতে যেন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে আদালত নির্দেশ দেয়। এখন নজর হাইকোর্টের রায়ের দিকে।

এই অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। জানা গেছে, জমির একাংশে রয়েছে একটি অ্যাকোয়ারিয়াম, অডিটোরিয়াম, পশু হাসপাতাল, নার্সারি এবং স্টাফ কোয়ার্টার। অডিটোরিয়াম ও কোয়ার্টারের অবস্থা ভালো না হলেও, সেই জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি মামলাকারীর। জুন মাসেই এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতিও দেয় এবং দ্রুত শুনানির আবেদন করা হয়। মামলাকারীর প্রশ্ন, সুপ্রিম কোর্ট আগে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা দিয়েছিল, তা অমান্য করে কীভাবে জমি বিক্রি করা হচ্ছে টেন্ডার ডেকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দেশজুড়ে ১৫৭টি স্বীকৃত চিড়িয়াখানার মধ্যে আলিপুর অন্যতম। একসময় 'লার্জ জু' হিসেবে নথিভুক্ত থাকলেও প্রাণীসংখ্যা কমে যাওয়ায় এখন এটি 'মিডিয়াম সাইজ জু'। প্রাণী নিখোঁজের এই অভিযোগে প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা এবং সম্ভাব্য পাচারের ইঙ্গিত ঘিরে তোলপাড় শহর কলকাতা।

তোলাবাজি, দুর্নীতি আর রাজনৈতিক সন্ত্রাসেই পালাচ্ছে শিল্প: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত ১৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬,৬৮৮টি সংস্থার অন্য রাজ্যে রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর করার তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ মন্তব্য, এই রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নেই। আছে শুধু তোলাবাজি, দলে ঘনিষ্ঠদের দাপট, আর প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব। সেই কারণেই এত বিপুল সংখ্যক কোম্পানি এই রাজ্য থেকে পালাচ্ছে।

তাঁর প্রশ্ন, রাজ্য থেকে ২০১৫-১৬ সালে ৮৬৯টি, ২০১৬-১৭ সালে ৯১৮টি এবং ২০১৭-১৮ সালে ১০২৭টি সংস্থা অন্যত্র সরে গেছে; এগুলো কি কাকতালীয়? না কি এটা স্পষ্ট প্রমাণ যে শিল্প পশ্চিমবঙ্গে আর থাকতে চাইছে না? তিনি বলেন, এই ৬৬৮৮টি সংস্থার মধ্যে ১১০টি ছিল স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত। তারা

গিয়েছে মহারাষ্ট্র (১৩০৮টি), দিল্লি (১২৯৭টি), উত্তরপ্রদেশ (৮৭৯টি), ছত্তিশগড় (৫১১টি), গুজরাত (৪২৩টি), রাজস্থান (৩৩৩টি), এমনকী অসম, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যেও শতাধিক সংস্থা স্থানান্তরিত হয়েছে।

শমীকবাবুর বক্তব্য, যেখানে অন্যান্য রাজ্য শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপতিরা চাঁদাবাজির ভয়ে কাজ করতে পারছেন না। প্রশাসন দলদাসে পরিণত হয়েছে, পুলিশ নিরপেক্ষ নয়। বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নেই, তাই বাধ্য হয়ে সংস্থাগুলি চলে যাচ্ছে।

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে শিল্প সম্মেলনের প্রচার করেন, রাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসছে বলে দাবি করেন। অথচ বাস্তব বলছে, বিনিয়োগ আসছে না, বরং যা ছিল তাও পালিয়ে যাচ্ছে। এ রাজ্যে 'শিল্পে থাকার সুবিধা' নয়, এখন 'শিল্প ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা' চলছে। শেষে তিনি বলেন, এই সরকার শিল্প-বিনিয়োগ নয়, বরং দলীয় স্বার্থ রক্ষা আর কমিশনখোরের সুবিধা নিশ্চিত করতেই ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে হলে এই সরকারকে বিদায় দিতে হবে। মানুষ এখন বুঝে গিয়েছেন, সত্যিকারের পরিবর্তনই একমাত্র সমাধান।

রাজ্যপালের নতুন উদ্যোগ

■ খেলাধুলাকে জাতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি করে তুলতেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস খুললেন রাজভবনের স্পোর্টস সেল। লক্ষ্য একটাই; বাংলার ক্রীড়াবিদদের আন্তর্জাতিক, বিশেষত অলিম্পিক্সের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া। রাজভবনের চিফ অফ স্টাফ ও প্রাক্তন আইএএস এসকে পট্টনায়কের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে রাজ্যপাল আহ্বান জানিয়েছেন, বাংলার প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদরা যেন এই সেলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'খেলো ভারত নীতি ২০২৫' অনুসরণেই রাজ্যপালের এই পদক্ষেপ। খেলাধুলাকে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং শিক্ষানীতির সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যতের রোডম্যাপ তৈরির ভাবনা নেওয়া হয়েছে। পেশাদার ক্রীড়াবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকার পরিকল্পনা চলছে।

রাজ্যপাল আরও বলেছেন, শুধু ক্রীড়ানৈপুণ্য নয়, দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখাও প্রয়োজন। তাই যুবসমাজ ও নাগরিকদের খেলাধুলাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতিকে এক নতুন দিশা দিতেই রাজভবনের এই পদক্ষেপ।

কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যু

■ ফের হালিশহর হুকুমচাঁদ জুটমিলে কর্মরত অবস্থায় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে ১ নম্বর পাটঘরে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। মৃতের নাম মহম্মদ রুস্তম আলি (৫২)। তিনি হালিশহর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নেলসন রোডের বাসিন্দা ছিলেন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গত ১৩ এপ্রিল রাতে অকিন্দার আলি নামে কর্মরত এক শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েকদিন বাদে ২১ এপ্রিল মিঠু সাউ নামে এক অস্থায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়। কর্মরত অবস্থায় একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় শ্রমিকদের নিরাপত্তায় মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। মৃতের বউদি জয়তুন নিশা জানান, তিনি মিলের অন্য বিভাগে কাজ করেছিলেন। টিফিনের সময় সকাল ন'টার দিকে তিনি জানতে পারেন ১ নম্বর পাটঘরে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কর্মরত অবস্থায় একজন শ্রমিক মেশিনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। নদিয়ার কল্যাণী ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জয়তুন নিশা জানান, ১ নম্বর পাটঘরে গিয়ে জানতে পারেন মৃত ওই শ্রমিক তাঁর নিজের দেওর।

কাশীপুরে নির্মীয়মাণ বহুতলের নীচ থেকে মিলল রাজমিস্ত্রির দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলগাছিয়া: কাশীপুরে নির্মীয়মাণ বহুতলের নীচ থেকে মিলল রাজমিস্ত্রির দেহ। কাশীপুরের বেলগাছিয়া রোড এলাকার ঘটনা। সেখানকার রতনপুরে মঙ্গলবার সকালে একটি নির্মীয়মাণ বহুতলের নীচে দেহটি পড়ে থাকেন স্থানীয়রা। এরপর তাঁরাই খবর দেন কাশীপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে যান লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা। কীভাবে মৃত্যু, কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃতের নাম মিঠুন মণ্ডল (৪৫)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে। বেলগাছিয়ায় রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতে এসেছিলেন মিঠুন। যে নির্মীয়মাণ বহুতলের নীচ থেকে তাঁর দেহ মিলেছে, সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন মিঠুন। তাঁর সঙ্গে অন্য মিস্ত্রিরাও ছিলেন। পাশাপাশি এও জানা গেছে, কাজের সন্ধানে ১০ দিন আগেই ওই নির্মীয়মাণ বহুতলে এসেছিলেন। তাঁর সহকর্মীরা জানান, মঙ্গলবার রাতে সকলের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করেন ওই মিস্ত্রি। রাতে তিনতলার একটি ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে অন্যান্য শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন, বাড়ির পিছনের দিকে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন তিনি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাশীপুর থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এই মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট হাতে পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে ওই বহুতল নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত অন্য মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা তাঁদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। পুলিশ যে প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে, সেগুলি হল, দেহটি বহুতলের নীচে পড়ে গেল আর কেউ জানতে পারলেন না কেন? দেহটি এলাকার বাসিন্দারা দেখার পরও কেন কেউ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেল না সে ব্যাপারেও রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। সঙ্গে এও জানার চেষ্টা চলছে, সোমবার রাতে মিঠুন কী কী করেছিলেন বা কার কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন বা কারও সঙ্গে মিঠুনের ঝামেলা হয়েছিল কি না তা নিয়েও।

অভিজিৎ সরকারের খুনের মামলায় জামিনের আর্জি দুই পুলিশকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের খুনের মামলায় নতুন মোড়। জামিনের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন নারকেলডাঙা থানার দুই পুলিশ আধিকারিক। আদালত সূত্রে খবর, মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। আগামী শুক্রবার এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

অভিজিৎ সরকারের খুনের মামলায় অভিযুক্ত এক পুলিশকর্মী এবং এক হোমগার্ড বর্তমানে জেলবন্দি। গত ১৮ জুলাই থেকে তাঁরা রয়েছেন জেল হেপাজতে। এদের জামিনের আর্জি জানিয়েই রাজ্যের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন আইনজীবীরা। তবে কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এটি জামিন মামলা হলেও মৃতের পরিবারকেও মামলায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাঁদেরও বক্তব্যে জামিন মামলায় গুরুত্বপূর্ণ।

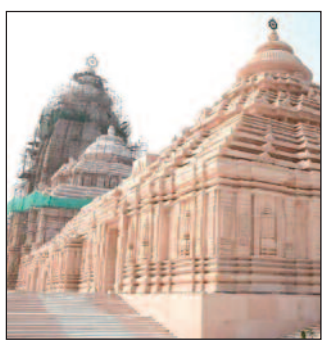

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, ইন্সপেক্টর রত্না সরকার, হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথের গ্রেপ্তারের ঘটনায় এই রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। আগামী শুক্রবারের মধ্যে সিবিআইকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ওই দিনই ফের এই মামলার শুনানি হবে। সূত্রের খবর, শুনানির আগে গোটা রিপোর্ট

দেখার জন্য হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিল সিবিআই। তবে রিপোর্টটা দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহের সময় চায় সিবিআই। তবে সাতদিন নয়, চারদিনের সময়সীমা বেঁধে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক হিংসা। সেই সময় বেলেঘাটায় খুন হন বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার। ওই ঘটনার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সিবিআই প্রথমে একটি চার্জশিট জমা দিলেও তদন্তে উঠে আসে আরও কিছু তথ্য। তার ভিত্তিতেই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে।

অভিজিৎ সরকার খুনের ওই মামলায় ৩১ জুলাই অবধি জেল হেপাজত হয়েছে নারকেলডাঙা থানার প্রাক্তন ওসি শুভজিৎ সেন, সাব ইন্সপেক্টর রত্না সরকার ও হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথের। ঘটনার পর তদন্ত প্রক্রিয়ায় তথ্য-প্রমাণে লোপাটের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'রক্ষকই যদি ভক্ষক হয় তাহলে সমাজ কী করবে!'

এই ঘটনায় সিবিআই চার্জশিটে তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার এবং পাপিয়া ঘোষের নাম রয়েছে। আর এই মামলায় গ্রেপ্তার হতে পারেন এই আশঙ্কায় তাঁরা ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আগাম জামিনের জন্য। সেই মামলাতে আপাত স্বস্তি মিলেছে তাঁদের।

দিঘার জগন্নাথ সংস্কৃতি কেন্দ্র: রাজ্য ও হিডকোর কাছে হলফনামা তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ সংস্কৃতি কেন্দ্রে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। সেই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার রাজ্য ও হিডকোর কাছে হলফনামা তলব করল হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ । আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এদিন আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, দিঘায় জগন্নাথ ধামের নামে মন্দির তৈরি করা হয়েছে। যেখানে হিডকো টাকা দিয়েছে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম নেই। এটা একটা স্ক্যাম । এটা আইনের পরিপন্থী। জনগণের টাকা এভাবে ব্যবহার করা যায় না। এদিকে অডিট রিপোর্টেও এই একই তথ্য উঠে এসেছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দির

করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। অন্যদিকে আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদার হিডকোর পক্ষে বলেন, এই মামলার কোনও গ্রহণযোগ্যতাই নেই। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, মামলার শুনানির সময় গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি আদালত খতিয়ে দেখবে। হিডকো ও রাজ্যর হলফনামা দেখার পরই আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এদিকে দিঘার জগন্নাথ সংস্কৃতি কেন্দ্রে কেউ অনুদান দিলে তাঁকে আয়করে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানেই আবেদনকারী আইনজীবী জানান, 'ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র কখনও মন্দির তৈরি করতে পারে না। তাহলে সেখানে অনুদান দিলে কীভাবে আয়করে ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়?'

প্রয়োজনীয় নথি-না থাকায় প্রথম দিনেই থমকাল আরজি কর দুর্নীতির বিচারপ্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্পূর্ণ নথি না নিয়েই আদালতে সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক উপস্থিত হওয়ায় প্রথম দিনেই থমকে গেল আরজি কর দুর্নীতির বিচার প্রক্রিয়া। কারণ, রেকর্ডে নথি অসম্পূর্ণ। আর এই ঘটনার জেরে সিবিআইকে তীব্র ভর্ৎসনা করতে দেখা গেল বিচারককে। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার জেরে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দিনেই আদালতে বিচারকের ক্ষোভের মুখে পড়লেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক ও সিবিআই আইনজীবী। বিচারককে এদিন সিবিআইয়ের আধিকারিক ও আইনজীবীকে ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন করতেও দেখা যায়, যেখানে কাস্টোডিয়াল ট্রায়াল শুরু হয়েছে সেখানে কেন রেকর্ড আনা হল না?

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কাঠগড়ায় সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের ওএসডি। তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণও শুরু হয়। এরপরেই অরিজিনাল অভিযোগ পত্র এনে দেখাতে বলা হয় সিবিআইকে। তখন সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে বলেন, টালা থানায় যে অভিযোগ পত্র জমা পড়েছিল, তা এদিনের রেকর্ডে নেই। এরপই বিচারক জানতে চান, কেন নেই? বিচারকের এই প্রশ্নের উত্তরে সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক জানান, রেকর্ড অন্য কোর্টেও থাকতে পারে। আমাদের সময় দেওয়া হোক। আইওর এহেন মন্তব্যেই বিচারক আধিকারিককে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'কেন মিথ্যা বলছেন?' সঙ্গে এও জানান, 'এই ধরনের খামখেয়ালিপনা বা এক্সকিউজ বরদাস্ত করা হবে না। এটা কোর্ট, এখানে সম্পূর্ণ নথি এনেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা।'

এদিকে এই ইস্যুকে সামনে এনেই অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা প্রশ্ন তোলেন, অরিজিনাল অভিযোগপত্র ছাড়াই কীভাবে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হল।

ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা! ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণ থেকে উত্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিনের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় উইফার অবশিষ্ট অংশ ঘূর্ণাবর্ত রূপে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বৃহস্পতিবার নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা। এই নিম্নচাপের প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, এই নিম্নচাপের প্রভাবে পাঁচ থেকে ছয় জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আর শুক্রবার থেকে সোমবার ভারী বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গে, এমনটাই আশঙ্কা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।

একইসঙ্গে আলিপুরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর ও মধ্য বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে প্রতি ঘণ্টায় ঝড়ো হাওয়া বইবে। সেই কারণে মৎস্যজীবীদের বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে উপকূলে ফিরে আসার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে বাংলা এবং ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। পরবর্তী নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বুধবার মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে। বেশিরভাগ জেলার বেশ কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে।

বৃহস্পতিবার মূলত মেঘলা আকাশ। নিম্নচাপের বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে

হবে। কোথাও কোথাও বেশ কিছুক্ষণের একটানা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি এবং দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বাঁকুড়া পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আলিপুর।

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার থেকে রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের দিকে দু'এক জেলাতে। জলীয় বাষ্প থাকার কারণে বাড়বে অস্বস্তি। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার একই ধরনের আবহাওয়া থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলার অধিকাংশ এলাকাতে। গরম এবং অস্বস্তি দুটোই বাড়বে বৃষ্টি না হলে।

শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উইকেন্ডেও ভারী বৃষ্টি। কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৮ থেকে ৯৩ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

সম্পাদকীয়

সবুজসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর ঢাক পেটানোই সার, রাজ্যে নিঃশব্দে বাড়ছে নাবালিকা প্রসূতির সংখ্যা

সকাল থেকে রাত, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে সবুজসাথী-র ঢাকের আওয়াজে কান পাতা দায়। এ রাজ্যে মহিলাদের জন্য কত প্রকল্প! কত ভাবনা! ওম্যান এমপাওয়ারমেন্ট নিয়ে কত কথা! মুখ্যমন্ত্রী প্রায় প্রতি সভাতেই রাজ্যের মহিলাদের উন্নতির ফিরিস্তি শোনান। দেওয়া হয় কত্ত পরিসংখ্যান! শুনলেই মনে হবে এ রাজ্যের মহিলারা শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি থেকে কর্মসংস্থান, স্বনিযুক্তি, রোজগার, প্রশাসনিক অংশগ্রহণ — সবেতেই এগোচ্ছেন। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ, সেটা কী আর মুখ ফুটে বলবেন প্রশাসনিক প্রধান? সেটা সামনে আসলেই তো জোর করে ফোলানো বেলুন এক্কেবারে চুপসে যাবে। তাই এসব কথা খুব একটা জনসমক্ষে আসে না। কিন্তু তা বলে পুরোপুরি চাপাও যায় না। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের এক জেলার প্রসূতিদের নিয়ে যে সরকারি তথ্য সামনে এসেছে তা ভয়াবহ। তথ্য বলছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ১০০ জন প্রসূতির মধ্যে ২২ জনই নাবালিকা! কেউ কেউ আবার দশ বছরেই গৃহবধূ! এগারো বছরেই মা! কন্যাশ্রীর এত বড় 'সাফল্য', ভাবা যায়! সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জেলার মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকে নাবালিকা প্রসূতির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। গোটা জেলার ছবিটাও একইরকম। ঘটনায় উদ্বেগে প্রশাসনিক কর্তারা। বাল্যবিবাহ রোধে লাগাতার প্রচার চলছে। নিট ফল শূন্য। পুলিশ, প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে হচ্ছে নাবালিকার। বছর ঘোরার আগে অন্তঃসত্ত্বাও। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই জন্ম দিচ্ছে সন্তানের। অধিকাংশ সদ্যোজাত অপুষ্টিতে ভুগছে। মায়েদের হাল একই। জেলার মধ্যে সদর মহকুমায় পরিস্থিতি সব থেকে খারাপ। বহরমপুর ব্লকে ৩০ শতাংশের বেশি এবং হরিহরপাড়ায় ৩৪ শতাংশের বেশি নাবালিকা প্রসূতি। সমাজবিদরা বলছেন, বাল্যবিবাহ আটকাতে না পারলে নাবালিকা প্রসূতির হার কমবে না। গ্রামের দিকে একাধিক সন্তান থাকায় মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিচ্ছেন অভিভাবকরা। এই অভিভাবকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। কিন্তু লাভ কি কিছু হচ্ছে?

শব্দবাণ-৩৩৭

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■		৮	৯
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দুরভিসন্ধি, অসৎ উদ্দেশ্য ৩. বিমাতা ৫. আজ্ঞা, হুকুম ৭. মেঘ ৮. হুঁশ, মনোযোগ ১০. বীরদস্যু, রবিনহুডের মতো দস্যু।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আকস্মিক সামরিক বা রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ২. তালাবন্ধ ৩. সিধা, সরল ৪. খাজনা আদায়কারী ৬. খরগোশ ৯. বিখ্যাত এক জেলা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩৬

পাশাপাশি: ১. বায়ুসেনা ৩. জলদি ৪. তাড়স ৬. নগর ৯. দস্তক ১০. কাকাবাবু ।

উপর-নীচ: ১. বাদিত্র ২. নাগাড় ৩. জলজান ৫. সম্পাদক ৭. গঞ্জিকা ৮. বদবু।

জন্মদিন

আজকের দিন

বাল গঙ্গাধর তিলক

১৮৫৬ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মদিন।
১৯০৬ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মদিন।
১৯৫০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সুজিত গুহর জন্মদিন।

নেলসন ম্যান্ডেলা

বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিশ্বের সংগ্রাম

প্রদীপ মারিক

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্বাচনে কেবল শ্বেতাঙ্গদের ভোট দেওয়ার অনুমতি ছিল। দানিয়েল ফ্রঁসোয়া মালানের নেতৃত্বে আফ্রিকানদের নিয়ন্ত্রিত হেরেনিজ নাসিওনালে পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করে। যেন ফ্রঁসোয়া মালানের উদ্দেশ্য ছিল শ্বেতাঙ্গদের এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তারা আফ্রিকানার পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে ন্যাশনাল পার্টি গঠন করে। এই দলটি বর্ণবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করে রাখার পক্ষপাতী ছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণবাদ সেই নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে মানুষের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হত গায়ের চামড়ার রং দেখে। সাদা চামড়ার মানুষরা যা সিদ্ধান্ত নিত বা সিদ্ধান্ত চাপতো তা কালো চামড়ার মানুষরা মানতে বাধ্য থাকতো। এবং এটা করা হতো জোর করে। ন্যাশনাল পার্টির ক্ষমতায় আসার প্রেক্ষাপটে ম্যান্ডেলা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বর্ণবিদ্বেষ মুক্তি সনদ প্রণয়ন করেন, যা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের মূল ভিত্তি। দিনে দিনে ম্যান্ডেলার প্রভাব আরও বাড়তে থাকলে তিনি ও তার দলের সদস্যরা সরাসরি বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় হয়ে পড়েন। সেই কার্যাবলির মধ্য উল্লেখযোগ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের কৌশল অনুসারে বর্জন ও ধর্মঘট ডাকা। ম্যান্ডেলার বন্ধু মোজেস কোটানে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন থেকে অনুপ্রাণিত হয়, কমিউনিজমের প্রতি তার ভুল ধারণা ভাঙ্গে এবং তিনি কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও জে দঙের রচনাবলি পড়তে শুরু করেন। ফলে তিনি বৈপ্লবিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্ক্সবাদী দর্শন গ্রহণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন মার্ক্সবাদ মানেই বিপ্লব। কমিউনিজম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি পরবর্তী কালে বলেন শ্রেণিহীন সমাজের ধারণাটি তাকে আকৃষ্ট করে, যা তার কাছে ঐতিহ্যবাহী আফ্রিকান সংস্কৃতির সমতুল্য বলে মনে হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ম্যান্ডেলা এইচ.এম. ব্যাজনার ল ফার্মে কাজ শুরু করেন, যার মালিক ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। কাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক কার্যাবলির কারণে তিনি তার পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পারতেন না। মূলত মহাত্মা গান্ধীর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত অহিংস আন্দোলনের নীতিকে গ্রহণ করে বর্ণবাদের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তিনি বুঝলেন অহিংসা আন্দোলন করলে শ্বেতাঙ্গদের টনক নড়বে না। তাই তিনি সহিংস আন্দোলন গড়ে তোলেন। বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ২২শে জুন ডারবানে এক পদযাত্রায় ম্যান্ডেলা ১০,০০০ লোকের সমাবেশে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং অল্প সময়ের জন্য মার্শাল স্কয়ার কারাগারে বন্দি রাখা হয়। এই বর্ণবিদ্বেষী আন্দোলন ম্যান্ডেলাকে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে খ্যাতির শিখরে এনে দেয়। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট পুলিশ তাকে ও সহ-বিপ্লবী সেসিল উইলিয়ামসকে গ্রেফতার করে। জোহানেসবার্গের মার্শাল স্কোয়ার কারাগারে কারারুদ্ধ ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়া এবং বেআইনিভাবে দেশের বাইরে যাওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর ম্যান্ডেলাকে এই দুই অভিযোগে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর দু-বছর পর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুন ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে এএনসি-র সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্বদানের অভিযোগ আনা হয় ও শাস্তি দেওয়া হয়। এই সময়ে পুলিশ এএনসি-র প্রথম সারির নেতাদের ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুলাই জোহানেসবার্গের কাছের রিভোনিয়ার লিলেসলিফ ফার্ম থেকে গ্রেপ্তার করে। 'রিভোনিয়ার মামলা' নামে খ্যাত এই মামলায় ম্যান্ডেলাকেও অভিযুক্ত করা হয়। সরকারের প্রধান আইনজীবী ডক্টর পারসি ইউটার ম্যান্ডেলাসহ এএনসি-র নেতাদের অন্তর্ঘাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। ম্যান্ডেলা অন্তর্ঘাতের অভিযোগ স্বীকার করে নেন। কিন্তু বিদেশি রাষ্ট্রের দালাল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য আনা দেশদ্রোহিতার অভিযোগটি ম্যান্ডেলা অস্বীকার করেন। প্রিটোরিয়ার সুপ্রিম কোর্টে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ম্যান্ডেলা ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল তারিখে তার জবানবন্দি দেন। ম্যান্ডেলা বলেন যে, বহু বছর ধরে এএনসি অহিংস আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু শার্পভিলের গণহত্যার পর তারা অহিংস আন্দোলনের পথ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই গণহত্যা, কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারকে অবজ্ঞা করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, জরুরি অবস্থার ঘোষণা এবং এএনসিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরে ম্যান্ডেলা ও তার সহযোদ্ধারা অন্তর্ঘাতমূলক সশস্ত্র সংগ্রামকেই বেছে নেন। তাদের মতে সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো কিছুই হত বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের নামান্তর। ম্যান্ডেলার কারাবাস শুরু হয় রবেন দ্বীপের কারাগারে। এখানে তিনি তার ২৭ বছরের কারাবাসের প্রথম ১৮ বছর কাটান। জেলে থাকার সময়ে বিশ্বজুড়ে তার খ্যাতি বাড়তে থাকে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসেবে রবেন দ্বীপের কারাগারে ম্যান্ডেলা ও তার সহবন্দিদের একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। যে কারাগারের তারা থাকতো তার অবস্থা ছিল শোচনীয়। এখানে তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন। কারাগারেও বর্ণভেদ প্রথা চালু ছিলো। কৃষ্ণাঙ্গ বন্দিদের সবচেয়ে কম খাবার দেওয়া হত। সাধারণ অপরাধীদের থেকে রাজনৈতিক বন্দিদের আলাদা রাখা হত। রাজনৈতিক বন্দিরা সাধারণ অপরাধীদের চেয়েও কম সুযোগসুবিধা পেত। ম্যান্ডেলা তার জীবনীতে লিখেছেন, তাকে ডি-গ্রুপের বন্দি হিসেবে গণ্য করা হত, অর্থাৎ সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত বন্দিদের তালিকায় তাকে রাখা হয়েছিল। তাকে প্রতি ৬ মাসে একটিমাত্র চিঠি দেওয়া হত এবং একজনমাত্র দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হত। ম্যান্ডেলাকে লেখা চিঠি কারাগারের সেন্সার কর্মীরা অনেকদিন ধরে আটকে রাখত। চিঠি ম্যান্ডেলার হাতে দেওয়ার আগে তার অনেক জায়গাই কালি লেপে অপাঠ্যযোগ্য করে দেওয়া হত। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বোথা পি ডব্লিউ বোথা ম্যান্ডেলাকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেন। শর্তটি ছিল, ম্যান্ডেলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করতে হবে। কোয়েটসিসহ অন্যান্য মন্ত্রী অবশ্য বোথার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তারা মত প্রকাশ করেন যে, ম্যান্ডেলা ব্যক্তিগত কারামুক্তির লোভে পড়ে কখনোই নিজের সংগঠনকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনবেননা। ম্যান্ডেলা এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তিনি তার মেয়ে জিন্দজির মাধ্যমে একটি বিবৃতি দেন, যাতে তিনি বলেন,ক্ষ্মআমাকে মুক্ত করার জন্য দেওয়া এ কেমন তরো প্রস্তাব, যেখানে জনগণের সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করে রাখা হচ্ছে? কেবল মুক্ত মানুষই আলোচনায় বসতে পারে। বন্দিরা কখনো চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেনা।ক্ষ্ম ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে সহ অন্যান্য বর্ণবাদবিরোধী সংগঠনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, ম্যান্ডেলাকে অচিরেই মুক্তি দেওয়া হবে। ভিক্টর ভার্স্টার কারাগার থেকে ম্যান্ডেলাকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়। ম্যান্ডেলার কারামুক্তির ঘটনাটি সারা বিশ্ব টিভির পর্দায় উদগ্রীব হয়ে দেখেছিল। ম্যান্ডেলা বলেন, ক্ষ্মসশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার পেছনের কারণগুলো এখনো রয়ে গিয়েছে। তাই এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো পথ নেই। আমরা আশা করি, শান্তি আলোচনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অচিরেই সৃষ্টি হবে এবং আমাদের আর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দরকার হবেনা।দ ম্যান্ডেলা আরো বলেন, তার মূল লক্ষ্য হল সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য শান্তি নিয়ে আসা, আর স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করা। নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯১৮ সালের ১৮ই জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন কেপ প্রদেশের থেম্বু রাজবংশের ক্যাডেট শাখায় উমতাতার নিকটবর্তী মভেজো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ই মে নেলসন ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশন সমগ্র বিশ্ববাসীকে ম্যান্ডেলা দিবস পালনের আহ্বান জানায়। এই দিনটিকে তারা নেলসন ম্যান্ডেলার আদর্শে সামাজিক সেবামূলক কাজকর্মের দিন হিসেবে স্থির করেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নেলসন ম্যান্ডেলার সম্মানে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষ্মনেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবসক্ষ্ম উদযাপনের ঘোষণা করে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুলাই নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিনে সর্বপ্রথম এই আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। গান্ধীজি যেমন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তেমনি ম্যান্ডেলা কালো রঙের মানুষদের অধিকারের জন্য এবং জনগণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। উভয়েই সত্য অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু যখন অহিংসার কথা আসে ম্যান্ডেলার চিন্তাধারায় কিছুটা পার্থক্য ছিল। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে কোনো অবস্থাতেই সহিংসতা হওয়া উচিত নয় । কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা সরকারের সহিংস পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সহিংসতায় বিশ্বাস করতে। ১৯৯০-এর কলকাতায় আসেন ম্যান্ডেলা। তিনি শহর বাসীর কাছে নিছক এক জন 'আইকন' ছিলেন না, তার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাতে কলকাতার মানুষ তাঁকে 'আমাদের মতো' বলে ভাবতে পেরেছিলেন। ম্যান্ডেলাই সেই ব্যক্তি, যাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টিও (এস এ সি পি) 'আমাদের মতো' বলে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং কার্যত তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল নিজেদের নেতা হিসেবে। ম্যান্ডেলা কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু কমিউনিস্টদের বিপ্লব কে সমর্থন করতেন। ১৯৭০ সালে আইসিসি (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল) দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ প্রদান করে ঐ দেশের সরকারের বর্ণবাদ নীতির কারণে। কারণ ক্রিকেট দলটি শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্র হিসেবে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ক্রিকেট খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে আইসিসি এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কর্তৃক দেশ পূর্ণগঠিত হলে ১৯৯১ সালে আইসিসি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলটির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৭০ সালের পর প্রথম বারের মতো ১০ নভেম্বর, ১৯৯১ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে কলকাতায় একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল। সর্ব-ধর্ম ও সর্ব ভাষার সম্প্রীতির ভারতবর্ষই পারে সকল দেশকে ভালোবেসে আপন করে নিতে। বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াকু বিশ্ব নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে ভারতবাসী আমাদের লোক হিসাবেই মনে করে।

যথাযথ শব্দপ্রয়োগে সংবাদপত্রের আরও দায়বদ্ধতা প্রয়োজন

শুভজিৎ বসাক

রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিসরে অগ্রগতির কথা ভেবে আধুনিক প্রযুক্তিগত বিদ্যাকে এর অন্তর্ভুক্তিতে সদা সচেষ্ট হয়েছেন এবং সাম্প্রতিকতম মুহূর্তে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে রোবোটিক সার্জারি চালু হতে চলেছে। এমন উল্লেখযোগ্য মুহূর্তকে প্রতিবেদন আকারে প্রথম সারির একটি সংবাদপত্র গত ৩রা জুলাই প্রকাশিত করার সময়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি নির্দিষ্ট পরিসরের স্বাস্থ্যকর্মীদের অবনমিত দৃষ্টিতে উল্লেখ করে যে মানসিকতা দেখিয়েছে তাতে অনুৎসাহিত হয়েছে সমগ্র পরিসরটি- বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রীর তরফে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে উক্ত হাসপাতাল রোবোটিক সার্জারির আওতাভুক্ত শল্য, স্ত্রী-রোগ, ইউরোলজি বিভাগের রোগীদের জটিল অস্ত্রোপচারগুলি করতে নির্দিষ্ট টিম তৈরি করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যাদের মধ্যে চিকিৎসক, গ্রুপ বি কর্মী হিসাবে নার্স ও অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সেই প্রথম সারির সংবাদপত্রে ওটি টেকনোলজিস্টদের 'ওটি টেকনিশিয়ান' হিসাবে উল্লেখ করে যা এখন আর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কোনও পদই নয়! এক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যতের নিরিখে মনে রাখা উচিৎ যে, টেকনিশিয়ান তারাই যারা প্রথাগত পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের যন্ত্রাংশ মেরামতি করে, এককথায় তাদের মিস্ত্রী বলা হয় এবং 'টেকনলোজিস্ট' তাদের বলা হয় যারা বৈজ্ঞানিক উপায়কে জুড়ে নতুন প্রযুক্তি গঠনে সদাসচেষ্ট থাকেন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় প্রতিপন্ন হন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল বিজ্ঞাপনদাতা ও সংবাদমাধ্যম বিভাগগুলি সর্বক্ষেত্রেই প্যারামেডিকেল বিভাগগুলিকে 'টেকনিশিয়ান' নামেই আজও প্রকাশ করে থাকে যাতে সমাজে তাদের সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে। একটু বিচার করে দেখা উচিৎ একজন টেকনিশিয়ান কি কখনও কোনও রোগী পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে? অতএব প্রকাশিত 'টেকনিশিয়ান' শব্দটি সমগ্র টেকনোলজিস্ট পদমর্যাদায় কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পর্কে সমাজে ভুল বার্তা ছড়িয়ে তাদের কর্মদক্ষতাকে ছোট করে যায়- যা কখনোই কাঙ্খিত নয়।

একইসাথে সংযোজন করতে হয় যে এই রাজ্যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের ২০১৮ সালের আগে অবধি ৬ই এপ্রিল ১৯৬০ সালে কার্যকরী এক আইন মোতাবেক 'নন মেডিকেল টেকনিক্যাল পার্সোনাল' (NMTP) বিভাগীয় আওতাভুক্ত করা হয়ে থাকতো যা পরবর্তীকালে সংশোধন করা হয় যেখানে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় অধীন গ্র্যাজুয়েশন এবং কাউন্সিল থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন), আধুনিক প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্য পরিসরে অবদান ও গুরুত্বকে মাথায় রেখে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রশাসনে ২০১৮ সালের জুন মাসে নির্মিত হয় এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের লক্ষ্যে 'টেকনিশিয়ান' শব্দটি চিরতরে অবলুপ্ত করে প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্যকর্মী পদে উন্নীত করা হয়। আর সম্প্রতি ভারত সরকারও পশ্চিমবঙ্গকে অনুসরণ করে অবশেষে ১লা জুলাই, ২০২৫ তারিখে ঘোষণা করেছে যে আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের ধারকদের আর প্যারামেডিকেল স্টাফ বা টেকনিশিয়ান হিসাবে নয় বরং 'অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার' কর্মী হিসাবে অভিহিত করতে হবে যেক্ষেত্রে এই শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিসরে ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর অধীনে পেশাগুলিকে নির্দিষ্ট করল। এই মর্মে প্রতিটি রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলকে অবগত করে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

অতএব একটি পরিসরকে না জেনেবুঝে এভাবে অহেতুক ভুল শব্দপ্রয়োগে শুধু সংবাদ পরিবেশন করলেই সংবাদপত্রের দায় সারা হয় না, প্রতিটা শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে হয়। সংবাদপত্র একটি সমাজের দর্পণ আর সেখানেই প্রকাশিত যেকোনও অর্ধসত্য সংবাদ উন্নীত একটি পদ বা পরিসরকে কতটা অবনমিত করার উপযোগী তা এক্ষেত্রে স্পষ্ট হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং সময়ের সাথে নির্দিষ্ট পরিসর সম্পর্কে অজানা থাকলে তার সম্পর্কে খবর পরিবেশনে বিরত থাকলে এহেন ভুল খবর সম্প্রচারণার হাত থেকে সমাজ সুরক্ষিত থাকে- যা সকলের পক্ষে ভবিষ্যতে মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে মৃতদেহ আনতে এসে মদের আসর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ আনতে এসে মদের আসর বসানোর অভিযোগ উঠল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এই ঘটনায় আরামবাগ থানার পুলিশ খবর পেয়ে চার জনকে আটক করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি সোমবার ঘটলেও, এদিন জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায়। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। জানা গিয়েছে, সোমবার আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মদের আসর বসানোর ঘটনায় অবাক করেছে স্থানীয় মানুষকে। রবিবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কুলে মাংরুল এলাকার এক ব্যক্তির। সোমবার মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। মৃতের পরিবারের লোকজন ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ আনতে আসে। ময়নাতদন্তের সময় মৃতের পরিবারের সঙ্গে আসেন কয়েকজন নিকট আত্মীয়। অভিযোগ, মর্গ ভবনের কিছুটা দূরে ঝোপঝাড়ের পাশে চারজন একত্রিত হয়ে মদের আসর বসান। ঘটনাটি নজরে আসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরামবাগ থানার পুলিশ। চারজনকে আটক করে। এই বিষয়ে মৃতের পরিবারের একজন সদস্য বলেন, ‘ওখানে ওরা কী করছিল জানি না। ময়নাতদন্তের কাছে ছিলাম। পুলিশে চারজনকে নিয়ে গিয়েছে।’ অপরদিকে এই বিষয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজের ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রা দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উনি বলেন, ‘এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করার দায়িত্ব মেডিক্যাল কলেজে যারা কাজ করছে সবার। আউটপোস্টের পুলিশকে বলা হয়েছে এই ধরনের ঘটনা কড়াভাবে দেখতে। সরাসরি গ্রেপ্তার করতে।’ সবমিলিয়ে এই ধরনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

চুঁচুড়ায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দেশের বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক বিশেষত বাংলাভাষী শ্রমিকদের ওপর লাঞ্ছনা অত্যাচার ও বিভিন্ন ধরনের ভীতি প্রদর্শনের প্রতিবাদে এবং এ রাজ্যে ক্রমাগত নারী ধর্ষণের প্রতিবাদী ও বেকারদের চাকরির দাবিতে মঙ্গলবার চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে এক বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয় দুপুর দু'টো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অলোক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও হুগলি জেলা কিষাণ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ইন্দ্রজিত দেব, পুরোপিতা রবিদাস ব্রহ্ম দেও, যুব সভাপতি সত্যম সিং মিলন চক্রবর্তী, যুবনেতা আশিস দে, আইনজীবী সুদীপ ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সমীর দে ও স্বরূপ সেনগুপ্ত।

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁর নরহরিপুর বাড়ির পাশে নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হল ৫ বছরের দিদি ও ৪ বছরের ভাইয়ের। একসঙ্গে দুই সন্তান হারিয়ে হতবাক বাবা-মা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পেট্রাপোল থানা এলাকার নরহরিপুর পারুইপাড়ার বাসিন্দা সুজয় মণ্ডলের পাঁচ বছরের মেয়ে অঙ্কিতা মণ্ডল এবং চার বছরের ছেলে সিদ্ধার্থ মণ্ডলের পার্শ্ববর্তী নাওভাঙা নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে খাওয়া-দাওয়ার পরে সুজয় মণ্ডল কিছুক্ষণ ছেলে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে স্ত্রীকে বলেন। পরবর্তীতে তাঁরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পাশের নদীর ঘাটে খোঁজাখুঁজি করতেই নদী থেকে অঙ্কিতা ও সিদ্ধার্থের দেহ উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাজোলে গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী, বন্দুক ঠেকিয়ে তিন লক্ষ টাকা লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার গাজোল থেকে ব্যবসার তিন লক্ষ টাকা নিয়ে ফেরার সময় দুষ্কৃতীদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হলেন এক ব্যবসায়ী। দুষ্কৃতীরা ওই ব্যবসায়ীর তিন লক্ষ টাকা লুঠ করে পালায় বলে অভিযোগ। সোমবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার কর্তিপারা এলাকার রাজ্য সড়কে। যদিও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ঘটনাটি ঘটলেও ওই রাতেই স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ওই ব্যবসয়ীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মালদার গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই ব্যবসায়ীর শরীর থেকে একটি গুলি অপারেশন করে বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও একটি গুলি ব্যবসায়ীর শরীরে রয়েছে। এই মুহূর্তে তাঁর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। এই ঘটনায় বংশীহারী থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীর নাম মনজিত মণ্ডল (৪৫)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরের আলিগড় হাটপুকুর এলাকায়। ওই ব্যবসায়ী পেশায় সবজির আড়তদার। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে মালদার গাজোলের হাটে আসেন ব্যবসার টাকা কালেকশন করতে। এদিন ওই ব্যবসায়ীর কাছে তিন লক্ষ টাকা ছিল। গাজোল থেকে রাতে চার চাকার গাড়ি করেই ফিরছিলেন তিনি। গাজোল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে কর্তিপাড়া এলাকায় রাজ্য সড়কের ওপর ওই ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে গাড়িটি দাঁড় করায় দুটি মোটর বাইকে আসা দুষ্কৃতীর দল। এরপর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে টাকার ব্যাগটি লুঠ করা হয়। চলে যাওয়ার সময় ওই ব্যবসায়ীর পিঠে এবং গলায় দুই রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। তাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মনজিতবাবু। আক্রান্ত ব্যবসায়ীর এক ভাই মানিক মণ্ডল বলেন, ‘প্রতি সাত দিন অন্তর দাদা গাজোলের হাটে টাকা কালেকশন করতে আসেন। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। গলা ফুটো হয়ে একটি গুলি বেরিয়ে গিয়েছে। পিঠের ডান দিকের গুলিটি এখনও বের করতে পারেনি চিকিৎসকেরা। দাদার অবস্থা সঙ্কটজনক।’ মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ জানিয়েছে, অন্ধকারের মধ্যে হামলাকারীদের চিনতে পারেনি আক্রান্ত ব্যবসায়ী। তবে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। জেলার ব্যবসায়ীদের সংগঠন মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, ‘এটা বড় উদ্বেগের বিষয়। এর আগেও ব্যবসায়ীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এরকম ঘটনা ঘটতে থাকলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবেন কী করে? বেশি রাত পর্যন্ত অনেকেই দোকান খুলে বেচাকেনা করতে পারছেন না। এদিনের এই ঘটনা পুলিশকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।’

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত অনিরীক্ষিত ৩০.০৬.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত নিরীক্ষিত ৩১.০৩.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত অনিরীক্ষিত ৩০.০৬.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত নিরীক্ষিত ৩১.০৩.২০২৫
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৫,৩৯৩.৮৬	২০,৯৮৪.৮৮	১৯,৫৩৮.৪১	৭৮,৯৬৫.৬৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	১,৮৬৯.৫৯	৬৭১.৯৪	৪০২.৫৬	২,০৫৯.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	১,৪০০.৫৯	৫০৩.৩৪	২৯৮.১৯	১,৫৩৮.৮৩
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৩৯৯.৮৭	৫০২.৫৩	২৯৯.৭২	১,৫৮১.৮৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৬.৫২	৭৯৪.৬৯	৭৪২.৬৯	৭৯৪.৬৯
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
(ক) মৌলিক	১.৪৭	০.৬৮	০.৪০	২.০৭
(খ) মিশ্রিত	১.৪২	০.৬৮	০.৪০	২.০৭

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৫,৩৮৯.৪৩	২০,৯৮২.১৮	১৯,৫৩৫.৭২	৭৮,৯৫৪.৮৬
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	১,৮৭৯.০৮	৬৭৮.৩১	৪০৮.৮২	২,০৮৪.৯৯
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	১,৪১০.০৮	৫০৯.৭১	৩০৪.৪৫	১,৫৬৪.৩৩

দ্রষ্টব্য:
(ক) ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পূরক, মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাকস্ প্রাঃ লিঃ-এর অন্তর্গত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।
(গ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com -তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ জুলাই, ২০২৫

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00091793

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@mcmil.in । ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ — ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১ ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের** সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **গঠনমূলক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"-র** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৬.০৮.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ ডিরেক্টর ও জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**শ্রী শান্তি পদ মজুমদার (স্বত্বাধিকারী)** এস. পি. এম. ব্রিকস ফিল্ড প্রোডাক্ট, গ্রাম ও ডাকঘর- শিলদা, ঝাড়গ্রাম পিন-৭২১৫১৫	মৌজা- ভানররু, জে.এল. নং-২২৩, এল.আর. খতিয়ান নং-১৫৪, প্লট নং-১৬৩, থানা-বেলপাহাড়ি-তে অবস্থিত জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির পরিমাণ ১.৫৮ একর। ২০১১ সালের **আই-৪৬ নং দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী শান্তি পদ মজুমদারের নামে নিবন্ধিত।** **চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী):** উত্তরে- কালীপদ মুর্মুর জমি, পূর্বে- গোবর্ধন সাবার-এর জমি, দক্ষিণে- কান্দা ও নন্দের জমি, পশ্চিমে- রাস্তা ও খাল **(সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলের অধীনে আছে)**	২০,৯২,৯৭৭.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয়শত সাতাত্তর টাকা মাত্র) ০৯.০৭.২০২১ অনুযায়ী তদুপরি, ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ।	৩০,১০,০০০.০০ টাকা / ৩,০১,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগের ব্যক্তি: ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪; পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https: //BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১২২০২২০ তে

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৩.০৭.২০২৫, স্থান: কলকাতা — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ — ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১ ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ- নাম- তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৯ (১) ও ৮ (৬)** এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"-র** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৬.০৮.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ ডিরেক্টর ও জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**মেসার্স গ্রেমন্ট প্রজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** রুম নং এ-০৬, ১৯তম ফ্লোর, চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১ **শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (গ্রেমন্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত রাম প্রসাদ ভট্টাচার্য, ঠিকানা- ২৩/১৭ গড়িয়াহাট রোড, ফ্ল্যাট নং ৫ ও ৬, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০২৯ **শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য (গ্রেমন্টের ব্যক্তিগত জামিনদার)** স্বামী- প্রয়াত রাম প্রসাদ ভট্টাচার্য, ঠিকানা- ২৩/১৭ গড়িয়াহাট রোড, ফ্ল্যাট নং ৫ ও ৬, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০২৯ **শ্রীমতি ইনগ্রিড মেরি গ্ল্যাডিস ভৌমিক** স্বামী-প্রয়াত অচিন্ত কুমার ভৌমিক শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক পিতা-প্রয়াত অচিন্ত কুমার ভৌমিক **শ্রী অরিজিৎ কুমার ভৌমিক** পিতা-প্রয়াত অচিন্ত কুমার ভৌমিক উপরিউক্ত ব্যক্তিদের ঠিকানা- ব্র্যাবোর্ন কোর্ট, ব্লক-বি, স্যুট নং-৮, ১, চাঁদনি চক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭২	ডায়মন্ড পার্ক মৌজা,-জোকা, জে.এল. নং-৪৩০, জোকা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-ঠাকুরপুকুর (পুরানো), বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত ‘ডায়মন্ড টাওয়ার’-এর উত্তর ব্লকের ‘ই’ টাইপের প্রথম ফ্লোরের একটি ফ্ল্যাট। এই ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৯.৯৮ বর্গফুট, যার সাথে সাধারণ এলাকা এবং জমির আনুপাতিক শেয়ার রয়েছে। ফ্ল্যাটটি **১৭.০৮.২০০৫ তারিখের আই- ০৪৮৫৬ নং দলিল, বুক নং-আই,** ভলিউম-৯০, পৃষ্ঠা ৫২ থেকে ৮৫ দ্বারা নিবন্ধিত, যা ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-২, আলিপুর-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি জনাব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের নামে নিবন্ধিত। **(সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে আছে) ডিআরটি-১-তে এসএ/০৭ অফ ২০১৫ নং এসএ দায়ের করা হয়েছে, তবে এই সম্পত্তি বিক্রির বিরুদ্ধে কোনো স্থগিতাদেশ নেই।**	**১৬.৫৩ কোটি টাকা (ষোল কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) যা ০৬.০৯.২০২৪** অনুযায়ী এর সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি যোগ হবে। একটি বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রি করে প্রাপ্ত পুনরুদ্ধার অর্থ বাদ যাবে। যোগাযোগের ব্যক্তি- ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬৮৪	৩৮,০০,০০০.০০ টাকা / ৩,৮০,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫
২.	**শ্রী স্বদেশ দাস** ২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, ডাকঘর-সালকিয়া, থানা-মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১১০৬। **শ্রীমতি আল্পনা দাস** ২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, ডাকঘর-সালকিয়া, থানা-মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১১০৬।	হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ১৩এ, ‘এল’ রোড, ডাকঘর- নেতাজি গড়, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া-তে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাট (লিফট সুবিধা সহ) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং ৫০২, তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ প্রায় ৭৮৫ বর্গফুট। এতে দুটি বেডরুম, একটি লিভিং-কাম-ওপেন কিচেন, একটি ডাইনিং, একটি স্টাডি রুম, একটি পূজা রুম, একটি টয়লেট ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও একটি গ্যারেজ, নং ২০৩, গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ প্রায় ২৭০ বর্গফুট। সম্পত্তিটি আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৮১২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৮ এর অধীনে এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৬৪৮, ১৭৪৭ ও ২০৭৭ এর সাথে সম্পর্কিত। এটি জে.এল. নং ৯, মৌজা-বেলগাছিয়া কিসমত-এর অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে আনুপাতিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং উক্ত ফ্ল্যাটের নিচে অবস্থিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক, অবিভাজ্য শেয়ারএবং দলিলে উল্লিখিত ইজমেন্ট ও আনুষঙ্গিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। **এই সম্পত্তিটি শ্রীমতি আল্পনা দাস এবং শ্রী স্বদেশ দাসের নামে নিবন্ধিত, যা ২০২০ সালের** ০৫০২০৩০০৭ নং দলিলের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের এ.ডি.এস.আর. হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে রেকর্ড করা হয়েছে। (সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে আছে) **ডিআরটি-১-এ এসএ/৩৭৯ অফ ২০২৪ নং এসএ দায়ের করা হয়েছে, তবে এই সম্পত্তি বিক্রির বিরুদ্ধে কোনো স্থগিতাদেশ নেই।**	**৩০,৫১,৩০৬.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার তিনশত ছয় টাকা মাত্র) যা ১৮.১২.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি, ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি- ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬৮৪	২৯,৮৮,০০০.০০ টাকা / ২,৯৮,৮০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০৮.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https: //BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১২২০২২০ তে

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৩.০৭.২০২৫, স্থান: কলকাতা — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা — ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং:- ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) ও ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৩.০৮.২০২৫
সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং. ১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **১৩.০৮.২০২৫** তারিখে, **৯২,৪০,০৩১.০০ টাকা (বিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র) ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে ঋণগ্রহীতা: **শ্রী নীলয় সরকার,** পিতা-প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার, ঠিকানা- ১১ এ, চঞ্চল সরণি, সন্তোষপুর, কসবা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০০৭৫, **এবং** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট -১/ই, প্রথম ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা-বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **এবং** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট-বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা-বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪ এবং (কর্মচারী আইডি- ১৪৭৭২৪), পদমর্যাদা- কনসালট্যান্ট, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড, ইকোস্পেস বিল্ডিং-১, অ্যাকশন এরিয়া-২, নিউটাউন, কলকাতা -৭০০১৫৬ -এর বকেয়া আছে ।
রিজার্ভ মূল্য হবে:-
সম্পত্তি নং ১: ২৪,০৪,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা হবে **২,৪০,৪০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২: ৩৯,৭৮,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা হবে **৩,৯৭,৮০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি - ১: রামকৃষ্ণপুর মৌজায় "তরু অ্যাপার্টমেন্ট" নামক বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে পশ্চিম দিকের ‘বি’ নং আবাসিক ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ৪৬০ বর্গফুট। এর সাথে পূর্ব দিকে ‘৮’ নং গ্যারেজ রয়েছে, যার আচ্ছাদিত এলাকা কমবেশি ৩৫৯ বর্গফুট। এটির জে.এল. নং- ৮১, আর.এস.- ২২৫, তৌজি নং-১২, আর.এস. দাগ নং- ২৬৭, এল.আর. দাগ নং- ২৫, আর.এস. খতিয়ান নং-১৬ ও ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২ এবং ৩৩১ এর অধীনে বারাসাত পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং- ১৩, হোল্ডিং নং- ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ (একত্রিত হোল্ডিং নং- ১৭৭৯), রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা-বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪-এ অবস্থিত। ২০২৩ সালের ১৫২৫০২৩৯৩ নং দলিল, বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৫০৬ থেকে ৬৪৫৪৩, ডি.এস.আর.-৩, উত্তর ২৪ পরগনা-তে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলয় সরকার,** পিতা-প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকারের **নামে রয়েছে।**
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী):- উত্তরে- ফ্ল্যাট নং সি, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং এ, পূর্বে- ৪ ফুট চওড়া করিডোর, লিফট ও সিঁড়ি, পশ্চিমে- ফাঁকা স্থান।
গ্যারেজের চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী):- উত্তরে- গ্যারেজ নং ৯, দক্ষিণে- অফিস নং ৭, পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- ফ্ল্যাট নং ডি ও ৪ ফুট চওড়া করিডোর।
সম্পত্তি - ২: রামকৃষ্ণপুর মৌজায় ‘তরু অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক বহুতল ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকের ‘১ই’ নং আবাসিক ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ১২৪৩ বর্গফুট। এটি জে.এল. নং- ৮১, আর.এস.- ২২৫, তৌজি নং- ১২, আর.এস. দাগ নং- ২৬৭, এল.আর. দাগ নং- ২৫, আর.এস. খতিয়ান নং-১৬ ও ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২ এবং ৩৩১ এর অধীনে বারাসাত পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং- ১৩, হোল্ডিং নং- ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ (একত্রিত হোল্ডিং নং- ১৭৭৯), রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা-বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪-এ অবস্থিত। ২০২৩ সালের ১৫২৫০২৩৯৬ নং দলিল, বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩৬ থেকে ৬৪৩৪৩, ডি.এস.আর.-৩, উত্তর ২৪ পরগনা-তে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নীলয় সরকার, পিতা-প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকারের নামে রয়েছে। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী)- উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং ১এফ, ১ডি ও ৪ ফুট চওড়া করিডোর, পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ১এফ ও উন্মুক্ত আকাশ, পশ্চিমে- ফ্ল্যাট নং ১ডি ও উন্মুক্ত আকাশ।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৬.০৮.২০২৫ | বাস্তবিক দখল | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্র. নং. ২

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **১৩.০৮.২০২৫** তারিখে, **৩৭,৬১,৫২১.০০ টাকা ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি অতিরিক্ত হিসেবে উল্লেখিত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে ঋণগ্রহীতা- **জনাব সাব্বির খান,** পিতা-জনাব নাদির খান, ঠিকানা- প্লট নং- ১৩৩, ক্যানাল রোড, ধানাহারা, মাঝিহারা, খুরদা, ওড়িশা - ৭৫২১০৩ এবং জ্যোতি মোটরস (বিবিআরএস) প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৬২, গৌতম নগর, লুইস রোড, খুরদা, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা- ৭৫১০০২। **এবং** ৪৪৯/এ/২, জিটি রোড, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট নং-২৪এইচ, ফ্লোর-২৪, টাইপ-এইচ, মৌজা-মহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি, কলকাতা- ৭১২২০২ **এবং** কোয়ার্টার নং-২বিবি৭/২, ওমফেড কলোনি, পুকুলনাখারা, কচরমল, সদর, কটক, ওড়িশা- ৭৫৪০০১। **শ্রীমতি ইভানা মুফতি,** স্বামী-সাব্বির খান, **ঠিকানা-** ভক্ত মোড়, বাজারপাড়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৬ **এবং** ৪৪৯/এ/২, জিটি রোড, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট নং-২৪এইচ, ফ্লোর-২৪, টাইপ-এইচ, মৌজা-মহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি, কলকাতা- ৭১২২০২ -এর বকেয়া আছে ।
রিজার্ভ মূল্য হবে: **৩৫,৬৩,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা দিতে হবে **৩,৫৬,৩০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

হুগলি জেলার শ্রীরামপুর পৌরসভার ১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ডের ৪৪৯/এ/২, জি.টি. রোড, মৌজা- মহেশ, জে.এল. নং ১৫, শ্রীরামপুর থানা, পিন- ৭১২২০২, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত অ্যালকোভ-এর নিউ কলকাতা প্রয়াগ হাউজিং কমপ্লেক্সের টাওয়ার নং ২-এর ২৪তম ফ্লোরে ২৪এইচ নং আবাসিক ফ্ল্যাট এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার কার্পেট এরিয়া ৫৩৩ বর্গফুট, বিল্ট-আপ এরিয়া ৬৬৩ বর্গফুট (ব্যালকনি/বারান্দার ক্ষেত্রফল সহ) এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৮৮৪ বর্গফুট। এর সাথে হাউজিং কমপ্লেক্সের নিচতলায় ১টি মোটরগাড়ি পার্ক করার জন্য আচ্ছাদিত স্থান রয়েছে, যা সাধারণ এলাকা এবং স্থাপনাসমূহের আনুপাতিক শেয়ার সহ। এই ফ্ল্যাটটি প্রায় ৬.৮৫৪১৩ একর পরিমাপের জমিতে অবস্থিত, যা এল.আর. দাগ নং ১৩৩৫৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১ এবং ১৩৩৫২-এর অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত দাগ এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩৩১ (হ্যাপি নিকেতন প্রাইভেট লিমিটেডের নামে) -এ রেকর্ড করা আছে।
২০২৩ সালের ০৬০৫০৪০৮৯ নং দলিল, বুক ১, ভলিউম নং ০৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ১০৩৫৮৮ থেকে ১০৩৬৩৪-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি জনাব সাব্বির খানের স্ত্রী শ্রীমতি ইভানা মুফতি** এবং জনাব নাদির খানের পুত্র **জনাব সাব্বির খানের নামে রয়েছে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি:- উত্তরে- বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিল রোড, দক্ষিণে- জগন্নাথ ঘাট লেন এবং অন্যান্য সম্পত্তি, পূর্বে- অন্যান্য সম্পত্তি, পশ্চিমে- শিবতলা লেন এবং অন্যান্য সম্পত্তি।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৬.০৮.২০২৫ | বাস্তবিক দখল | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ২৩.০৭.২০২৫, স্থান: কলকাতা — কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভাতারে শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে রণক্ষেত্র নারায়ণপুর হাইস্কুল

পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পালটা লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে নারায়ণপুর হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। ওই শিক্ষককে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।

জানা গিয়েছে, নারায়ণপুর হাইস্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অভিভাবকরা স্কুলে পৌঁছে ওই শিক্ষককে ঘিরে ধরেন এবং তাঁকে আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন। অভিভাবকদের অভিযোগ, ওই শিক্ষক দীর্ঘ দিন ধরেই ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছেন। মঙ্গলবার এক ছাত্রী এই বিষয়ে মুখ খুলতেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। ঘটনার জেরে স্কুল চত্বরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাতার থানার পুলিশ। পুলিশ ওই শিক্ষককে জনতার রোষ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করার পাশাপাশি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা চালায়। এরপর অভিযুক্ত শিক্ষক শ্যামাপদ গায়েনকে পুলিশের গাড়িতে তুলতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটের টুকরো ছুঁড়তে থাকেন মহিলারা বলে অভিযোগ। ইটের আঘাতে জখম হন ভাতার থানার ওসি বুদ্ধদেব ঢুলি।

এরপরই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের লাঠির আঘাতে কয়েকজন অভিভাবক অল্পবিস্তর আহত হন। তবে ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

খানাকুলের বন্যাকবলিত এলাকায় জলবাহিত রোগ মোকাবিলায় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলে জল নামতে শুরু করেছে। জলমগ্ন এলাকার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। তবে জলবাহিত রোগের সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা এলাকায় এলাকায় ঘুরছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জল নেমে যাওয়া এলাকায় জলবাহিত সংক্রমণ রোধ করা। পেটের রোগ থেকে চর্ম রোগ প্রতিরোধে আগে থাকতেই ওষুধ বিলি করা হচ্ছে। ব্লক হাসপাতালে বেশি পরিমাণ অ্যান্টি ভেনামও মজুত করা হয়েছে। আশা কর্মীরা এলাকায় এলাকায় ঘুরছেন। খানাকুল-২ ব্লকের মারোখানা, জগৎপুর, পলাশপাই, কিশোরপুর, ধান্যঘোড়ির মতো বহু এলাকা এখন জলে, কাদায় ভর্তি। নর্দমার দূষিত জল পুকুরের জলে গিয়ে মিশেছে। বাড়ির মহিলারা পুকুরের নোংরা, ঘোলাটে জলে গৃহস্থালির কাজ সারছেন। বেশ কয়েকদিন জলে ডুবে থাকা টিউবয়েলের জল বাসিন্দারা পান করেছেন। এই মুহূর্তে ভূগর্ভের প্রথম স্তরের জল খাওয়া নিরাপদ নয়। জলবাহিত রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় শিশুরা। ফাঙ্গাল ইনফেকশন, ব্যাকট্রিয়াল বা চুলকানির মতো চর্ম রোগের প্রকোপ বাড়ে। মহকুমার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা মানছেন এই মুহূর্তে পরিশ্রুত জলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি জরুরি। নাহলে জল নামা এলাকার বাসিন্দারা জলবাহিত রোগের শিকার হবেন। খানাকুল-২ ব্লকের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের কাছে ওষুধ সরবরাহ করছেন। জল ফুটিয়ে খেতে বলা হচ্ছে। দূষিত জল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হচ্ছে। শিশুরা পেট খারাপের সমস্যায় পড়লে তাদের দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য সচেতন করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, জলে কাদায় ভর্তি এলাকায় স্বাস্থ্য কর্মীদের যেতে সমস্যা হচ্ছে। তবে সাধ্যমতো ওষুধ বিলির চেষ্টা চলছে। খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির-সহ সভাপতি মিণ্টু পাল বলেন, 'জলবাহিত সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। জলবাহিত সংক্রমণ রোধে সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।' অপরদিকে খানাকুলের এক আশা কর্মী বলেন, 'বন্যার জল নামার পর থেকেই জ্বর, সর্দি, কাশি ও পেটের রোগ দেখা দিয়েছে। তবে আমরা গ্রামের ওষুধ ও ওআরএস পৌঁছে দিচ্ছি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। সবমিলিয়ে বন্যা কবলিত এলাকায় জলবাহিত রোগ যাতে না-ছড়ায় সেই বিষয়ে সজাগ আছে প্রশাসন।'

দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক, আহত এক। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত কুলটি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল প্রকাশ মণ্ডল নামে এক যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাঙড় থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর এলাকার ওই যুবক দ্রুতগতিতে মোটরবাইক চালিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। কুলটি এলাকায় একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় মোটরবাইক থেকে ছিটকে রাস্তার ওপরে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রকাশ মণ্ডলের। ওই যুবকের সঙ্গে থাকা মহেশিস চক্রবর্তী নামে আরও এক যুবক গুরুতর আহত হন। তাঁকে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোটা ঘটনা জানতে তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হরিপালে শিব ভক্তদের সেবায় অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রাবণের শুভ তিথিতে, অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের হুগলি ইউনিট এবং অখিল ভারত ক্ষত্রিয় সেবা ট্রাস্ট যৌথভাবে শিব ভক্তদের সেবার জন্য এক মাসব্যাপী শিবিরের আয়োজন করেছে। হরিপালের বাসুদেবপুর কোল্ড স্টোরেজের কাছে অবস্থিত এই শিবিরটি রবিবার এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে, অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের প্রধান জয়প্রকাশ সিং, সমাজের উদ্দেশ্যগুলি তুলে ধরেন। তিনি সমস্ত কর্মকর্তা এবং সদস্যদের সেবামূলক কাজ আরও সম্প্রসারিত করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তিনি গঙ্গাসাগরে নির্মাণাধীন অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের ধর্মশালার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি সদস্যকে যথাসাধ্য অবদান রাখার আহ্বান জানান। এই উপলক্ষে সমাজের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর বক্স সিং, সভাপতি শেখর সিং, সহ-সভাপতি পিএন সিং, অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সেবা ট্রাস্টের সেক্রেটারি কৃষ্ণ কুমার সিং এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সমাজের প্রতিটি অভাবী সদস্যকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য তাদের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছেন। সমাজের দ্বিতীয় শিবিরও এবছর শুরু হয়েছে জেলার নসিবপুরে। লেখক সুমন্ত্র সিংহ বাংলায় ক্ষত্রিয় পরিবারের অবদানের ওপর একটি বইয়ের উন্মোচন করেন এদিন।

মমতা, অভিষেকের পাঠানো ফুলে মৃত তৃণমূল কর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার একুশে জুলাইয়ের সভা থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কাঁকসার বাসিন্দা তথা কাঁকসার বিদবিহারের প্রবীণ তৃণমূল কর্মী মধুসূদন পালের।

মঙ্গলবার ওই তৃণমূল কর্মীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তৃণমূলের কর্মীরা উপস্থিত হন। ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, তৃণমূল নেতা রাসবিহারী হালদার, বিডিএ চেয়ারম্যান, বর্ধমান তৃণমূলের সভাপতি, বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি, ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর-সহ তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতা থেকে পাঠানো ফুলের তোড়া দিয়ে মৃত কর্মীকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা নিয়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত তৃণমূল সমর্থকরা যান। সেখানে গ্রামের মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর তাঁর দেহ সৎকার করা হয়। তৃণমূল কর্মীরা জানান, মধুসূদন পালের পরিবারের যদি কেউ থাকে, তাহলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আগামী দিন নানান সুযোগ, সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন মধুসূদন। দল তার পরিবারের পাশে চিরকাল থাকবে।সোমবার উল্লেখ্য, একুশে জুলাইয়ের সভায় যোগ দিতে গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে বাসে করে কলকাতায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে কাঁকসায় বাড়ি ফেরার সময় বর্ধমানের নবাবহাট মোড় এলাকায় বাস থামলে, মিষ্টি কিনে রাস্তা পারাপার করার সময় দুর্গাপুরগামী যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

অন্ডালে ফের ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: পশ্চিম বর্ধমানের খনি অঞ্চল এলাকায় ইতিমধ্যেই বহু ইসিএল কর্মীর রহস্যজনক দেহ উদ্ধার হয়েছে। আবারও একবার অন্ডালের খাস কাজরা এলাকায় ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে অন্ডালের খাস কাজোরা ধাঙর পাড়া এলাকার এক ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জনবসতি থেকে কিছুটা দূরে একটা নির্জন জায়গায় গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই কর্মীকে দেখতে পান স্থানীয়রা। মৃত ব্যক্তির নাম অরুনা প্রধান, বয়স আনুমানিক (৪৫) বছর। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় অন্ডাল থানায় এবং অরুনা প্রধানের বাড়ির লোকেদের। অন্ডাল থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটা নিছকই আত্মহত্যার ঘটনা। তবে এর পিছনে কী কারণ রয়েছে এটা আত্মহত্যা? নাকি অন্য কিছু? সমস্ত ঘটনার সত্যতা সামনে আসবে ময়নাতদন্তের পর। ঘটনার তদন্তে অন্ডাল থানার পুলিশ।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস

৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

বিক্রয় নোটিশ (দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকারের নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনগত উত্তরাধিকারীগণ, স্বর্ণের গহনা/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ করেননি। **এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল যে যদি তারা ১১.০৮.২০২৫-এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণের ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলি ই-নিলামের জন্য জমা দেওয়া হবে ব্যাংক কর্তৃক ১২.০৮.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ৩:০০টে পর্যন্ত** ই-নিলাম ওয়েবসাইটের http://egold.auctiontiger.net মাধ্যমে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ঋণগ্রহীতার খরচে। এর জন্য ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। অধিকন্তু, প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ এবং সময় পরিবর্তন করার বা কোন কারণ ব্যতিরেকে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট নম্বর	মোট নিট ওজন (গ্রামে)	মোট গ্রস ওজন (গ্রামে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১	বদরহাট	সফিকুল বিশ্বাস	৪২৮৩৭৭৬১০০০০৫৯৭	৮.৩০	৮.৪৪	৩৬,২০৪.০০
২	বগুলা	সুলতা বিশ্বাস	৪২৯৪৭৭৬১০০০২০৪৭	১৭.০০	২০.০৩	৭৩,২৯৩.৫১
৩	বাঙ্গুর এভিনিউ	পূজা ভাটিয়া	৪০২৫৭৩০১০০০০০৪৬	২১.০৮	২৬.২৫	৯৭,৯৯৯.৩০
৪	বিরামনগর	শম্পা ব্যানার্জি	৪৩২৬৭৭৬১০০০১০৭৯	৩.৬৮	৪.৬২	১০,৯৪৪.৯৫
৫	বিরামনগর	সাহাদাত গাজি	৪৩২৬৭৭৬১০০০০৬৪৮	২২.২০	২২.৩৪	৬৪,৫১৪.২৮
৬	বিরামনগর	মাসুদ হোসেন	৪৩২৬৭৭৬১০০০০৬৮০	৫১.৯৫	৬০.৩৬	১,৮১,০৯২.১৭
৭	বিরামনগর	দেবাশিস সরকার	৪৩২৬৭৭৬১০০০১০৬৯	১০.৭৯	১১.৯৯	৫৮,০৪৩.৭০
৮	চৈতাল	শ্রাবন্তী দাস	৪১৩০৭৭৬১০০০০৮১৩	২০.০০	২১.২৭	৭১,৬১৫.০০
৯	চন্ডিপুর	গৌরী পাল	৪৩৭৭৭৭৬১০০০০৫৯৩	১৪.৪৬	১৭.৭৫	৩৯,৬৭৩.৮৮
১০	দমদম	গোপাল দাস	৪১৪১৭৭৬১০০০০০৯১	১১.৬৫	১২.৪০	৪৩,৬৮৯.২৪
১১	জাগুলি	সঞ্জীব দে সরকার	৪১৫০৭৭৬১০০০০৮৫৩	২২.৮০	৪৩.১০	১,৪৫,২১০.৬৪
১২	ঝিনকা	উৎপল দাস	৪৩৭৫৭৭৬১০০০২৮৫৬	৯.৬০	১৩.২১	৩৪,৯৮৫.১৭
১৩	ফুলিয়া	কৃষ্ণা বিশ্বাস	৪১০৩৭৭৬১০০০০৬৬৮	৩১.৯০	৪০.৫০	১,৩৯,৩৫৫.৭৬
১৪	ফুলিয়া	কৃষ্ণা বিশ্বাস	৪১০৩৭৭৬১০০০০৭৩২	২০.৩০	২২.২০	১,০১,৮৭০.০০
১৫	পিফা বাজার	রুহুল আমিন মন্ডল	৪৩৩৮৭৭৬১০০০১১২৩	৬.৪০	৬.৫৩	২১,৭০০.০০
১৬	সংগ্রামপুর	অভিজিৎ রায়	৪১৩৪৭৭৬১০০০০৫৮১	১৪.৬০	১৬.২৯	৫৫,৫৫৫.০০
১৭	সুন্ডিপুকুর	উসমান আলি খান	৪৩৩৯৭৭৬১০০০২০৩১	১২.২০	১২.৮০	৪৭,৩৬৩.০০
১৮	সুন্ডিপুকুর	আবদুল আজিজ বিশ্বাস	৪৩৩৯৭৭৬১০০০১৮৯৬	২.৬০	২.৮৪	১১,২৮৮.৭১

ইএমডি পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত / পূর্ব পরিদর্শনের তারিখ

ইএমডি পরিমাণ - ২৫,০০০ টাকা

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত

অ্যাকাউন্টের নাম : মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড, **ব্যাঙ্কের নাম:** আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, **বর্তমান অ্যাকাউন্ট নং:** ০০২৪০৫০১৯৪০৮
শাখা : জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ, আইএফএসসি কোড : ICIC0000024
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ০৪.০৮.২০২৫ এবং ০৫.০৮.২০২৫ ○ সময়: বিকাল ৩:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টে

নিলামের শর্তাদি :

ব্যাঙ্ক রত্ন/অলংকারের মান বিষয়ে দায়বদ্ধ নয়। অলংকার " যেমন আছে" ভিত্তিতে নিলাম করা হবেন। স্বর্ণের বিষয়ে যিনি বন্ধক রেখেছেন এবং যিনি সফল ডাকদাতাই দায়বদ্ধ হবেন। সফল ডাকদাতাকে স্বর্ণ বিক্রির ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিমাণ দাখিল করতে হবে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক নিলাম বিক্রি বাতিল করতে পারে। আগ্রহী ডাকদাতারা বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে নিলাম পোর্টাল দেখতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই নিলামের সূচি পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিল করার অধিকার রাখে। স্বর্ণ অলংকার নিলামের পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও ডাক নিলামের যেকোনও পর্যায়ে গ্রহণ/বাতিল করতে পারে এবং পরিবর্তন,সংশোধন এবং ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার রাখে। নিলামের ডাকে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম এবং শর্তাদি পালনে এবং সমুদয় কর এবং শুল্ক, এবং অন্যান্য যাবতীয় মূল বা প্রচ্ছন্ন দাবিদারের দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হিসেবে গণ্য হবেন। নিলামের সময়ে নিলামে অংশগ্রহণকারী ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে অবগত এবং সংশোধনী, যদি কিছু থাকে, বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন বলে গণ্য করা হবে। ডাক দেওয়ার পর কোনও আপত্তি বা অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। কোনও সম্যক অবধানের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে নোটিশের ইংরেজি মাধ্যমকেই সঠিক বলে গণ্য করতে হবে।

অনলাইন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১২.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত আইএসটি অনুযায়ী। আগ্রহী ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিঃ (অকশন টাইগার), যোগাযোগ ৯০২৩৭২৪৭৮০/৬৩৫১৮৯৬৬৪০ বা ইমেল আইডি : egold@auctiontiger.net নিলাম প্রক্রিয়ায় অনলাইনে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য।

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৫
স্থান : বারাসত

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ -এ [রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চক্রবেড়িয়া শাখা, কলকাতা **(সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী ২৫.০৮.২০২৫ তারিখে ৭,৭২,৭৮১.০০ টাকা (সাত লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত একাশি টাকা মাত্র) **১৭.০৭.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি **১৮.০৭.২০২৫** তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক চক্রবেড়িয়া শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা) এর পাওনা আছে **মিস প্রদীপ্তা মুখার্জি**, মাতা- শ্রীমতি শ্যামলী মুখার্জি এবং এবং **শ্রীমতি শ্যামলী মুখার্জি** স্বামী- প্রয়াত ক্যাপ্টেন প্রদীপ রঞ্জন মুখার্জি, ঠিকানা-৪সি, ত্রিনেত্র অ্যাপার্টমেন্টস, ৬১, ওল্ড নিমতা রোড, নন্দন নগর বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৩।- এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতাদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বর্ধিত পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **মিস প্রদীপ্তা মুখার্জি,** মাতা - শ্রীমতি শ্যামলী মুখার্জি, ঠিকানা-৪সি, ত্রিনেত্র অ্যাপার্টমেন্টস, ৬১, ওল্ড নিমতা রোড, নন্দন নগর বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৩। ২. **শ্রীমতি শ্যামলী মুখার্জি,** স্বামী - প্রয়াত ক্যাপ্টেন প্রদীপ রঞ্জন মুখার্জি, ঠিকানা-৪সি, ত্রিনেত্র অ্যাপার্টমেন্টস, ৬১, ওল্ড নিমতা রোড, নন্দন নগর বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৩। খ) চক্রবেড়িয়া শাখা	৪৪১ বর্গফুট এসবিএ আবাসিক ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার নং ৪সি, চতুর্থ ফ্লোরে(পশ্চিম দিকে), একটি বেডরুম, একটি ড্রইং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত। জি +৪ তলা বিশিষ্ট 'ত্রিনেত্র অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ভবনে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৫৪৪/১২, প্রেমিসেস নং ৬১, সুকুমার ঘোষ রোড (পুরাতন নিমতা রোড), থানা- বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৮৩। এটি ৯ কাঠা, ৯ ছটাক ৩৩ বর্গফুট জমিতে অবস্থিত। মৌজা-বেলঘরিয়া, জে.এল. নং ০৩, আর.এস. নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. দাগ নং ১৫১৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৫৭, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ৩৩, কামারহাটি পৌরসভা, পশ্চিমবঙ্গ। এর চৌহদ্দি- উত্তরে- ২০ ফুট সুকুমার ঘোষ রোড (পুরাতন নিমতা রোড), দক্ষিণে- ৪-৬" চওড়া পৌর রাস্তা, পূর্বে- ৬-৪" চওড়া পৌর রাস্তা, পশ্চিমে- বেনারসী লাল আগরওয়ালার সম্পত্তি। **স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতি শ্যামলী মুখার্জি।**	**৭,৭২,৭৮১.০০ টাকা** (সাত লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত একাশি টাকা মাত্র), যা **১৭.০৭.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি ১৮.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ	ক) **১০,৮০,০০০.০০ টাকা(*)** (দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) খ) **১,০৮,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের মধ্যে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB50446918250** ঙ) **ব্যাংকের কাছে অজানা** চ) **বাস্তবিক দখল**

যোগাযোগের বিবরণ: ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ- ০১.০৮.২০২৫ থেকে ১৯.০৮.২০২৫, সময়- সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০৮.২০২৫, সময়- সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https: // www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https: //baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ১৮.০৭.২০২৫,
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ
রেজিঃ অফিস: রয়্যাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (বারাসাত শাখা): ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন- ৭০০১২৭।
শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা): ২৪, ১৬, নর্থ অ্যাভিনিউ, কালী মন্দিরের বিপরীতে, বেঙ্গল অম্বুজা, হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২১৬। **শাখা অফিস (কলকাতা শাখা):** ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বা.দি বাগ, রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০০০১।
শাখা অফিস (শিলিগুড়ি শাখা): ৩য় ফ্লোর, ভারত ভবন, হিল কার্ট রোড, ল্যান্ডমার্ক - সেভোক মোড়ের কাছে, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১।

দাবি বিজ্ঞপ্তি (সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অনুসারে)

জিআইসিএইচএফ লিঃ নিম্নোক্ত লোনগ্রহীতাদের বসবাসের বাড়ি/ফ্ল্যাট কেনার জন্য অথবা বসবাসের সম্পত্তির জন্য লোন মঞ্জুর করেন, জিআইসি এইচএফ লিঃ-র অনুকূলে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক গঠন করে। ঋণের টাকা ফেরৎ অনিয়মিত হওয়ায় পরিণামে অ্যাকাউন্টটি নন-পারফরমিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণিভুক্ত হয়, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী ও নির্দেশ অনুসারে।
জিআইসিএইচএফ লিঃ কলকাতা শাখা তাই সারফেইসি এক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে এর অধিকারগুলিকে কার্যকর করেছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২ এর রুল ৩ অনুসারে এই দাবি বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত মোট বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে লোনগ্রহীতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সেইসঙ্গে আরও সুদ, পেনাল সুদ এবং চুক্তিভিত্তিক হারে চার্জ পেমেন্ট এবং/অথবা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বকেয়া প্রিন্সিপালের উপর, যা ব্যর্থ হলে আমরা উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারি, যা দয়া করে লক্ষ্য করুন।
আপনাকে আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের সাব-সেকশন ১৩ এর শর্তে, আপনি জিআইসিএইচএফএল থেকে আমাদের লিখিত সম্মতি না নিয়ে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, লিজ বা অন্যথায় দিতে পারবেন না, এতে ব্যর্থ হলে আপনি শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী হবেন উক্ত আইনের ধারা ২৯ অনুসারে ।
নোটিশটি জিআইসিএইচএফএল-এর অধিকারের প্রতি কোনো কুসংস্কার ছাড়াই, আইনের অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে এমন অন্যান্য আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।
নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার নোটিশ জারি করতে এবং উপরোক্ত আইনের উপধারা ১২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতার নাম/ লোন ফাইল নং/ শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পাওনা (টাকায়)
১.	শ্রী অভিষেক সিং ও শ্রীমতি মঞ্জু সিং WB0770600000436 (বারাসাত শাখা অফিস)	তৃতীয় ফ্লোরে, দক্ষিণ-উত্তর দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৩সি, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ৬৭০ (ছয়শত সত্তর) বর্গফুট, হোল্ডিং নং ১৯/৪, দয়াল কৃষ্ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৫। মৌজা বারানগর, জে.এল. নং ৫, আর.এস. নং ৬, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, আর.এস. দাগ নং ৪৬২ যা এল.আর. দাগ নং ৬৭৯ সংশ্লিষ্ট, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৩৮০ যা এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৫ সংশ্লিষ্ট, একত্রিত হোল্ডিং নং ৫৪৪ এবং একত্রিত জমি, ওয়ার্ড নং ৪ এর অধীনে, বারানগর থানা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। **এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে- শ্রীমতি বীণা ধারা ও অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণে- শচীন্দ্র নাথ সরকারের সম্পত্তি, পূর্বে- গণেশ দোলুই ও মঙ্গলা দোলুই এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা।	০৩.০৬.২০২৫	১৭,১৬,৩৪৯/-
২.	শ্রী গৌতম পাল ও শ্রী শুভঙ্কর পাল WB0770600000574 (বারাসাত শাখা অফিস)	কৃষ্ণলতা নামক ভবনের ৩য় ফ্লোরের ফ্ল্যাট নং বি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৬১১.৭০ বর্গফুট। এই ভবনটি হোল্ডিং নং এন/৩৪, হৃদয়পুর স্টেশন রোড, থানা বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা পিন- ৭০০১২৭, মৌজা হরিহরপুর, জে.এল. নং ৪০ -তে অবস্থিত। এটি আর.এস. দাগ নং ১০০৯/১৩২৯ এর অধীনে আর.এস.-খতিয়ান নং ১১০৫, যা এল.আর. খতিয়ান নং ৭১৪২, ৭১৪৩, ৭১৪০, ৭১৪৫, ৭১৪৬, ৭১৪১, ৭১৪৪ এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১২২২ সংশ্লিষ্ট, বারাসাত পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৩১ এর অন্তর্ভুক্ত। **এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ:-** উত্তরে - নেপাল চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে - বিশ্বনাথ ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে - রায় চৌধুরীর সীমানা, পশ্চিমে - ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা।	০৩.০৬.২০২৫	১৪,৫৮,০১২/-
৩.	শ্রী জয়ন্ত মল্লিক ও শ্রীমতি সাধনা মল্লিক WB0770600000023 (বারাসাত শাখা অফিস)	রাজাপুর মৌজায় অবস্থিত কমবেশি ৯.৪৫ শতক জমি যা আর.এস. দাগ নং ১০৭৬ ও এল.আর. দাগ নং ১০৭৯ এর অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং ৩২২, খণ্ড খতিয়ান নং ৩৮২ ও ৩৮৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৬০০, জে.এল. নং ১৪৭ পূর্বে ২৫৫, কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থানা বনগাঁ, সাব রেজিস্ট্রি অফিস বনগাঁ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনার স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত।	০৩.০৬.২০২৫	৮,০২,৭৯১/-
৪.	শ্রী প্রীতম দে ও শ্রীমতি হাসি দে WB0770600000410 (বারাসাত শাখা অফিস)	মানিকনগর মৌজা, জে.এল. নং ৮৯, তৌজি নং ২০০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৮৬, এল.আর. দাগ নং ৮৬৪, হোল্ডিং নং ২১/২১১/১৮২ এর অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত কমবেশি ৫.৭৯ ডেসিমেল জমি। অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে অশোকনগর থানা এলাকায় অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে- বাসন্তী দের খালি জমি, দক্ষিণে- ৫ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, পূর্বে- রবি ঝা এর বাসস্থান, পশ্চিমে- চয়ন বড়াল হাউস।	০৩.০৬.২০২৫	৩,৭৩,৩৯৯/-
৫.	শ্রীমতি তাপসী দাস ও শ্রী অচিন্ত দাস WB0770600000215 (বারাসাত শাখা অফিস)	বৈকারা মৌজায় প্লট নং আর-১ এ চিহ্নিত কমবেশি ০৪.০৪২৫ শতক জমি, যা আর.এস. দাগ নং ১৪২ ও এল.আর. দাগ নং ১৪২ এর অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং ১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৫, ২৭৭ এবং ৩৭৬, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ৯৪৯, তৌজি নং ১৭ পূর্বে ৩৫২৬, জে.এল. নং ৫২ এবং মৌজা - বৈকারা এর ০১ শতক জমির ক্ষেত্রে, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩১৩৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২৯৪, তৌজি নং ১৪, জে.এল. নং ১৩৯, থানা- গাইঘাটা, পিন- ৭৪৩২৪৫ -তে অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - অনন্ত দাস দ্বারা, দক্ষিণে- তাপী হালদার দ্বারা, পূর্বে - রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে - শ্যামল মন্ডল দ্বারা।	২৬.০৩.২০২৫	১৫,২৩,১১৯/-
৬.	শ্রী জয়দেব দাস WB0460610002042 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	সাঁলতোরা মৌজা, জে.এল. নং ৪৮, থানা মেজিয়া, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস সাঁলতোরা, জেলা বাঁকুড়ার ৯৬৯ নং প্লটে অবস্থিত প্রায় ৩ শতক জমি, খতিয়ান নং ৫৪/১০৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৬। **এর চৌহদ্দি:-** উত্তরে- কৃষ্ণ দাস ও রসিক দাসের প্লট, দক্ষিণে- প্লট নং ৯৬৯, পূর্বে- আদিত্য দাস ও প্লট নং ৯৬৯, পশ্চিমে- প্লট নং ৯৬৯।	১০.০৬.২০২৪	৭,৫৬,৪৪০/-
৭.	সঞ্জিদা খাতুন ও সৈয়দ জাভেদ রহমান WB0460610002257 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	বেনাগোরিয়া মৌজার মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৭৮ ডেসিমেল জমি। জে.এল. ৩৭, দাগ/প্লট নং আর.এস - ৬৯, ৬৯/২১১, ৬৯/৩৮৮, এল.আর- ১৮৩, ১৮৪, ১৮১, ১৮৫, খতিয়ান নং আর.এস-৩৩, এল.আর. ১১৭৩, ১১৬৯, ১১৭২, ১১৬৮, ১১৭০, ১১৭৪, ১১৭১, এডিএসআর- আসানসোল, থানা- সালানপুর- জেলা-বর্ধমান। **উপরোক্ত জমির চৌহদ্দি:-** পূর্বে - ১৫ ফুট চওড়া দুর্গামন্দির রোড, পশ্চিমে - হারা প্রসাদ দাস ও অন্যদের জমি, উত্তরে ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে - বিক্রেতা দ্বারা ছেড়ে যাওয়া ১১ ফুট চওড়া রাস্তা।	১৬.০৪.২০২৫	১৮,২৪,৫৯৭/-
৮.	শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী, শ্রী অলোক কান্তি চক্রবর্তী, শ্রীমতি রেবা চক্রবর্তী ও শ্রী সুনীল চক্রবর্তী WB0070610001715 (কলকাতা শাখা অফিস)	বেহালা মৌজা, সি.এস. দাগ নং ৬৫৪০, সি.এস. খতিয়ান নং ১৯০৬, জে.এল. নং ২, হোল্ডিং নং ১২১/১, নেতাজি সুভাষ রোড, থানা-বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৩৪ এ অবস্থিত ০৩ কাঠা ০০ ছটাক ২১ বর্গফুট এবং দোতলা ভবন সহ সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - জগৎ বন্ধু সেনের বাড়ি, দক্ষিণে - পাকা রাস্তা ও ড্রেন, পূর্বে - কুরুনি বালা দাসীর সম্পত্তি, পশ্চিমে - রাধানাথ নাথের জমি।	২৬.০৩.২০২৫	১৬,৯২,০১৬/-
৯.	শ্রী নিতাই রায় ও শ্রীমতি শীলা রায় WB0070110001777 কলকাতা শাখা অফিস	হোল্ডিং নং আরজিএম ১৫/১৬৪, হোল্ডিং নং পিসি-৪৫/বি, অর্জুনপুর (তালতলা), মৌজা-অর্জুনপুর, আর.এস. দাগ নং ১১৬ ও ৩৪৬, এল.আর. দাগ নং ৪১২ ও ৪১৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৮, ১০৪ ও ১২৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৭১ ও ৩৫৭২, তৌজি নং ১৮১, আর.এস. নং ১৬০, জে.এল. নং ৭, থানা-বাগুয়াটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৫৯ -তে অবস্থিত প্রথম ফ্লোরে ১বি নং ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮২০ বর্গফুট। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে ১৩ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে বিমল ব্যানার্জীর সম্পত্তি, পূর্বে ৬ ফুট পথ, পশ্চিমে ৬ ফুট পথ।	২৬.০৩.২০২৫	১৪,০৯,৫১৬/-
১০.	শ্রী শান্তনু চক্রবর্তী ও শ্রীমতি কৃতাঞ্জলি চক্রবর্তী WB0070610003607 কলকাতা শাখা অফিস	আনিয়া মৌজা, জে.এল. নং ২৪, তৌজি নং ১৭-তে অবস্থিত প্রায় ২.৩৪২৬ শতক জমি, যা আর.এস. দাগ নং ১০৬২ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. দাগ নং ১১৬৪ (জমির পরিমান কমবেশি ০.০৬১৫ শতক) সংশ্লিষ্ট; আর.এস. দাগ নং ১০৬৬ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. দাগ নং ১১৬৮ (জমির পরিমান কমবেশি ০.১৫৯৬ শতক) সংশ্লিষ্ট; আর.এস. দাগ নং ১০৬৮ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. দাগ নং ১১৭০ (জমির পরিমান কমবেশি ০.০৩৫ শতক) সংশ্লিষ্ট; আর.এস. দাগ নং ১০৮৫ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. দাগ নং ১১৮৫ (জমির পরিমান কমবেশি ০.০১০০ শতক) সংশ্লিষ্ট; আর.এস. দাগ নং ১০৮৬ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. দাগ নং ১১৮৬ (জমির পরিমান কমবেশি ০.০৬৬৫ শতক) সংশ্লিষ্ট; আর.এস. দাগ নং ১১১৯ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. দাগ নং ১২১৬/৪৩২৮ (জমির পরিমান কমবেশি ০.০২ শতক) সংশ্লিষ্ট; এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮৯ এখন ২১২১, হোল্ডিং নং ৪৫৫, আনিয়া নর্থ, থানা চণ্ডীতলা, জেলা হুগলি, পিন - ৭১২৭০৬ এর অধীনে অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - ৫ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, দক্ষিণে - ৩ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, পূর্বে - শ্রী শান্তনু চক্রবর্তীর খালি জমি, পশ্চিমে - অখিল চক্রবর্তীর জমি।	২৬.০৩.২০২৫	৮,২৯,৫২০/-
১১.	শ্রী সুরজ কুমার সিং ও শ্রীমতি রেণুকা প্যাট্রিক WB0070610003483 (কলকাতা শাখা অফিস)	শিবপুর রোড, মৌজা- শিবপুর, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০০২-এ অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৮৪, শিবপুর রোড-এ অবস্থিত সিটি গার্ডেন নামক ভবনের ৪র্থ ফ্লোরের এ নং ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৩৯ বর্গফুট। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - শিবপুর রোড, দক্ষিণে - শিবপুর রোড, পূর্বে - শিবপুর রোড, পশ্চিমে - শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি।	২৬.০৩.২০২৫	২১,০৬,২৮৬/-
১২.	জনাব মহঃ কাসিরুদ্দিন ও শ্রীমতি ফতেমা খাতুন WB0840600000270 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস)	উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানা, মজিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা- ফোটামারি, অবস্থিত হুলাসুগাছ, চোপড়া জে.এল. নং ৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৩৯, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ৫৪৪, ৫৬৩ ও ৫৬৪, পিন- ৭৩৩২০৭-এ, গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত কমবেশি ৯৮৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকার বাড়ি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - আলাউদ্দিন ও রাইতু মো. এর নিজের জমি, পূর্বে - সাইফুদ্দিনের বাস্তু জমি, পশ্চিমে - নিজের জমি ও ২২ ফুট পাকা রাস্তা, দক্ষিণে - জমি।	১৫.০৭.২০২৫	১২,৪৪,৭১৫/-
১৩.	শ্রী পার্থ প্রতিম দেব ও শ্রীমতি সাগরিকা দেব WB0840600000240 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস)	দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি থানা, মৌজা- শিলিগুড়ি, জে.এল. নং ১১০, খতিয়ান নং ৩১১৫, আর.এস. প্লট নং ১০৪১৫, পিন- ৭৩৪০০১-এ অবস্থিত তৃতীয় ফ্লোরের সামনের দিক (দক্ষিণ পশ্চিম কোণ) ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৯৬০ বর্গফুট, বালাইদাস সরণী, হাকিমপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - মঞ্জু ঘোষের জমি ও বাড়ি, দক্ষিণে - ২৩ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা, পূর্বে - ১৪ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা, পশ্চিমে - হরিহর ঘোষের সম্পত্তি।	২১.০৭.২০২৫	২১,৫১,৪৮৪/-

এই বিজ্ঞপ্তিটি লোনগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বহির্দরজায় সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

তারিখ: ২৩.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

শুধুমাত্র দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার রয়েছে: রবিশঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: ভারত কোনও ধর্মশালা নয়, শুধুমাত্র দেশের নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। জানিয়ে দিলেন বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ। মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে এসআইআর ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'দেশের নাগরিকদেরই কেবল ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। যদি তদন্ত করা হয় তা হলে তাদের কেন সমস্যা হবে?'

রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, 'আরারিয়া, পূর্ণিয়া এবং কিষাণগঞ্জে, জনসংখ্যার ১২৫ শতাংশকে আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, বেশিরভাগ মানুষ বাইরের।

প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে, আশ্বাস অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার লোকসভায় জানিয়েছেন, দেশের তৃণমূল স্তরে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এবং প্রতিটি গ্রাম ও পঞ্চায়েতে সমবায়ের প্রসার নিশ্চিত করতে সরকার ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে একটি বিস্তৃত প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায়, আগামী পাঁচ বছরে দেশের সমস্ত গ্রাম ও পঞ্চায়েতে দু' লক্ষ নতুন বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি, দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে অমিত শাহ জানান, এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যমান দুগ্ধ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল, জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক, জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড, জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড এবং রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় সমবায় ডাটাবেসের উদ্ধৃতি দিয়ে অমিত শাহ জানান, ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত দেশজুড়ে ২২,৬০৬টি নতুন পিএসিএস, দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় নিবন্ধিত হয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যকর ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের জন্য, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে নাবার্ড, এনডিডিবি এবং এনএফডিবির সঙ্গে সমন্বয় করে সহযোগিতা মন্ত্রক একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। এতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ভূমিকা, লক্ষ্য এবং সময়সীমা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিহার বিধানসভায় বিশৃঙ্খলা, আরজেডি-কংগ্রেসের ক্ষোভ

পাটনা, ২২ জুলাই: চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সাক্ষী হল বিহার বিধানসভা। মঙ্গলবার আরজেডি-কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী মহাজোটের সদস্যরা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। লাগাতার বিঘ্নের কারণে সভার কাজ হয়নি। ২০ মিনিটের হট্টগোলের পর, স্পিকার নন্দকিশোর যাদব দুপুর ২টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার বিহার বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন এবং বিরোধী মহাজোট নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে এসআইআর এবং জননিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কোণঠাসা করে রেখেছে। এর আগে, যখন সকাল ১১ টায় অধিবেশন শুরু হয়, তখন বিরোধী সিপিআই-এমএল এবং আরজেডির সদস্যরা কালো পোশাক পরে এবং প্ল্যাকার্ড হাতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে কক্ষের ওয়েলে নেমে পড়েন। বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন অনুশীলন সম্পর্কে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'আমরা আদালতে, রাস্তায়, বিধানসভায় লড়াই করছি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে একটিও সংবাদ সম্মেলন করেনি। সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের পরেও, তারা আধার বা রেশন কার্ডের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই স্পষ্ট করেনি।' উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি কে হবেন তা আমার বিষয় নয়। আমাদের বিষয় হল বিহারের কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত নয়।'

হরিয়ানায় মৃদু ভূমিকম্প ৩.২, কম্পন দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: দিল্লি-এনসিআরে ফের ভূমিকম্প। মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ অনুভূত হয় কম্পন। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৩.২। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল হরিয়ানার ফরিদাবাদ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় হরিয়ানার ফরিদাবাদে। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল কেন্দ্রস্থল।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, ফরিদাবাদ থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, গুরুগ্রাম থেকে ২৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং আগ্রা থেকে ১৪৬ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। দিল্লি-এনসিআরে এদিন কম্পন অনুভূত হয়।

চন্দন খুনে ২ অভিযুক্ত এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ, তৃতীয় অপরাধী পাকড়াও

পাটনা, ২২ জুলাই: পাটনার পারস হাসপাতালে চন্দন মিশ্রের হত্যা মামলায় আরও দু'জনের সন্ধান মিলল। মঙ্গলবার পুলিশি এনকাউন্টারে ওই দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বিহারের ভোজপুরে পুলিশ এবং অপরাধীদের মধ্যে এনকাউন্টার হয়। এনকাউন্টারে বলবন্ত কুমার সিং এবং রবি রঞ্জন কুমার সিং নামে দুই অপরাধী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অভিষেক কুমার নামে তৃতীয় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে ১৭ জুলাই পারস হাসপাতালে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বিহিয়া রেল স্টেশনের কাছে চন্দন মিশ্র হত্যা মামলার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের সঙ্গে এসটিএফ, ভোজপুর পুলিশ এবং অপরাধীদের মধ্যে এনকাউন্টার হয়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালায়, যখন তাদের ওপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। পুলিশ পালটা গুলি চালালে দুই অপরাধী গুলিবিদ্ধ হয় এবং একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সেনার হাতে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে, মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের প্রথম ব্যাচ ভারতে পৌঁছেছে। এই অত্যাধুনিক হেলিকপ্টারগুলিকে প্রায়শই 'উড়ন্ত ট্যাঙ্ক' বলা হয়, কারণ তাদের ভারী অগ্নিশক্তি এবং উন্নত যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষমতা রয়েছে। মঙ্গলবার তিনটি অ্যাপাচি কপ্টার নিয়ে উত্তরপ্রদেশের হিন্ডন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অবতরণ করে মার্কিন পরিবহণ বিমান। এই নিয়ে ভারতীয় সেনায় অন্তর্ভুক্ত হল ২৫টি অ্যাপাচে। আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী বাকি ৩টি কপ্টার চলতি বছরের শেষের দিকে ভারতের হাতে তুলে দেবে আমেরিকা।

একটি প্রকৌশল বিস্ময়, হেলিকপ্টারটি উন্নত অস্ত্র, সেন্সর এবং সমস্ত আবহাওয়ার অপারেশনাল ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত, যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর আকাশ যুদ্ধ শক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করে। পূর্বে, ভারতীয় বায়ুসেনা ২০১৫ সালে মার্কিন সরকার এবং বোয়িংয়ের সঙ্গে একটি চুক্তির আওতায় ২২টি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার কিনেছিল। সেনাবাহিনীর অ্যাপাচি অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে তার অপারেশনাল প্রস্তুতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।

ময়দান

ম্যাঞ্চেস্টারে অভিষেক অংশুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় দলে হঠাৎ সুযোগ, আর তার পেছনে রয়েছে একদিকে দুর্ভাগ্য, অন্যদিকে পরিশ্রমের পুরস্কার। ভারত 'এ' দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে দারুণ পারফর্ম করেছিলেন অংশুল কম্বোজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা হয়নি তাঁর। তবে ভাগ্য কখন, কাকে সুযোগ এনে দেবে, কেউ জানে না! ভারতীয় পেস বিভাগে আচমকা চোটের হানায় বদলে গেল দৃশ্যপট। আর সেখান থেকেই সুযোগ এসে গেল ২৪ বছর বয়সি পেসার অংশুল কম্বোজের সামনে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টের আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারত। অর্শদীপ সিং খেলতে পারবেন না, আকাশদীপের ফিটনেস নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তারও বড় খবর, গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন তরুণ অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। এই পরিস্থিতিতে বোলার সংকটে পড়ে তড়িঘড়ি অংশুলকে সিনিয়র দলে ডেকে নিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সব ঠিক থাকলে চতুর্থ টেস্টেই অভিষেক ঘটতে চলেছে এই বাঁহাতি পেসারের। রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য বরাবরই প্রশংসা পেয়েছেন অংশুল। বিশেষ করে কেরলের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ১০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়ে দেশের নজর কেড়েছেন তিনি। রঞ্জি ইতিহাসে মাত্র তৃতীয় বোলার হিসাবে এমন কীর্তি গড়েন তিনি। আইপিএলেও তাঁকে দেখা গিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে।

সাম্প্রতিক ইংল্যান্ড সফরে ভারত 'এ' দলের হয়ে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে বল হাতে ৫ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতেও হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন। এদিকে ভারতের পেস আক্রমণ কার্যত ভেঙে পড়েছে। বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা চলছিল, তবে সিরাজ জানিয়েছেন, বুমরাহ খেলবেন। তিনিই এখন দলের মূল ভরসা। সিরাজ নিজেও ফর্মে আছেন। কিন্তু তৃতীয় পেসার হিসাবে প্রয়োজন ছিল একজন কার্যকর বোলার। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং শার্দূল ঠাকুর কেউই সিরিজে ভালো ছাপ রাখতে পারেননি। ফলে অংশুলের হাতে চলে এল সুযোগ। চতুর্থ টেস্টে হারলে সিরিজও হাতছাড়া হবে ভারতের। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে দলের সেরা পেস আক্রমণ নামিয়ে জেতার লক্ষ্যে নামবে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই লড়াইয়ে অভিষেকের মঞ্চ হতে চলেছে অংশুল কম্বোজের জন্য। চোট-আঘাতের দুর্ভাগ্য ভারতীয় শিবিরে, কিন্তু সেই সঙ্গেই এক তরুণ প্রতিভার সামনে খুলে গেল নতুন দরজা। এখন দেখার, এই সুযোগকে কতটা কাজে লাগাতে পারেন অংশুল।

রঞ্জি প্রস্তুতির মাঝে বিতর্কে সিএবি, অম্বরীশ মিত্রর বিরুদ্ধে পত্রবোমায় বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঞ্জি ট্রফির জন্য সম্ভাব্য ৫০ জন ক্রিকেটারের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার শিবিরে চলছে প্রস্তুতির তোড়জোড়। কিন্তু ট্রফি জয়ের শপথ নেওয়ার আগেই রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা সিএবি ফের বিতর্কে জড়াল। এবার এক আইনজীবীর পাঠানো পত্রবোমা ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়দানে। সোমবার সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও সচিব নরেশ ওঝাকে একটি অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন আইনজীবী সুমন কীর্তনীয়া। সেখানে গ্রাউন্ডস কমিটি ও বেঙ্গল প্রো টি-২০ কমিটির সদস্য এবং নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি অম্বরীশ মিত্রর বিরুদ্ধে তোলেন জালিয়াতি, অনৈতিকতা এবং অর্থ লেনদেনের মারাত্মক অভিযোগ।

অভিযোগ, সিএবি অনুমোদিত ক্লাবে খেলানো, অনূর্ধ্ব-১৩ থেকে অনূর্ধ্ব-১৮ বাংলা দলে সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন অম্বরীশ। এমনকি নতুন ক্লাব গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও অর্থ আদায় করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তিনি জাল নথিপত্রও বানিয়ে দিতেন। হাইকোর্ট ক্রিকেট ক্লাবে অনৈতিক কাজের সঙ্গেও তাঁকে জড়ানো হয়েছে। আইনজীবীর দাবি, অম্বরীশ নিজেকে প্রভাবশালী বলে দাবি করেন এবং টাউন ক্লাবের সচিব দেবনিক দাসের সঙ্গে সুসম্পর্কের দোহাই দিয়ে তরুণ ক্রিকেটারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ক্লাবে সুযোগ দেওয়ার আশ্বাস দেন।

এই অভিযোগের স্বপক্ষে বেশ কিছু অনলাইন টাকা লেনদেনের তথ্য ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশট সংযুক্ত করেছেন অভিযোগকারী। এই পত্রবোমা পৌঁছে গিয়েছে রেলের উচ্চপদস্থ কর্তা, সিএবির ওম্বাডসম্যান, এথিক্স অফিসার থেকে বাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনের সব ক্লাব ও প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের কাছেও। অভিযোগ পেয়ে সিএবিতে শুরু হয়েছে তুমুল চর্চা।

অম্বরীশ মিত্র অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, 'এসব ভিত্তিহীন। সামনে সিএবি নির্বাচন, তাই রাজনীতি চলছে। আমি অভিযোগপত্র হাতে পেলে জবাব দেব।' এছাড়াও সিএবির যুগ্মসচিব দেবব্রত দাসের বিরুদ্ধেও আইপিএল ও বিশ্বকাপের টিকিটের দাম না-দেওয়ার অভিযোগে সাড়ে আট লক্ষ টাকা বকেয়ার নথি ওম্বাডসম্যানের কাছে জমা পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তিনিও ক্লাব বা দলে সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা তুলেছেন। এই মামলার শুনানি হয়েছে শনিবার, ওম্বাডসম্যান ৫ অগস্টের মধ্যে সব নথি চেয়েছেন। দেবব্রতের পক্ষ আইনজীবীর মাধ্যমে ১৬ অগস্ট পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়েছে। এইভাবে রঞ্জি মরশুম শুরুর মুখে বারবার উঠে আসা দুর্নীতি, টাকার বিনিময়ে সুযোগ, জাল নথি, সব মিলিয়ে বাংলার ক্রিকেট প্রশাসন এখন বিতর্কের আঁচে পুড়ছে। ক্রিকেট নয়, শিরোনামে এখন প্রশাসন।

প্রেস ক্লাব কলকাতার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ফুটবল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রেস ক্লাব, কলকাতার ৮১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার মোহনবাগান মাঠে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এই ম্যাচে প্রাক্তন ভারতীয় একাদশ ৩-২ গোলে প্রেস ক্লাবকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে দীপেন্দু বিশ্বস, আবিদ হোসেন, সঞ্জয় মাঝি গোল করলেন। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে কিংশুক প্রামাণিক ও সুমন্ত সাহা গোল করেন।

ভারতীয় একাদশ দলে ছিলেন - মানস ভট্টাচার্য, জগদীশ ঘোষ, অমিত ভদ্র, বিদেশ বসু, কবীর বোস, অলোক দাস, প্রশান্ত চক্রবর্তী, সুমিত মুখার্জি, অমিত দাস, কৃষ্ণেন্দু রায়, দেবাশিস পাল চৌধুরী প্রমুখ। বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল এলাহাবাদ বেঞ্চ, প্রয়াগরাজ-এর সম্মুখে
'ফর্ম নং. এনসিএলটি ৩এ'
আবেদন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিজ্ঞাপন
(ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল রুলস, ২০১৬ এর রুল ৩৫ অনুসারে)
কোম্পানি পিটিশন নং. (সিএএ) নং.১৮/এএলডি/২০২৫
এর সঙ্গে সংযুক্ত
কোম্পানি আবেদন নং. (সিএএ) নং.০৩/এএলডি/২০২৫ এর মধ্যে
টিপি নং.০১/এএলডি/২০২৫ (সিএ (সিএএ) নং.৬ (কেবি)২০২৫)
সহ
স্থানান্তর পিটিশন নং.০১/এএলডি/২০২৫
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ২৩০-২৩২ ধারা এবং কোম্পানিজ (কম্প্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস, ২০১৬ এর সাথে পঠিত বিধান অনুসারে
এবং
একত্রীকরণ প্রকল্পের বিষয়ে

রামসিসারিয়া বিল্ডার্স লিমিটেড -এর
যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর বিধান অনুসারে নিগমিত একটি কোম্পানি।
এর নিবন্ধিত কার্যালয় ৪২, শিবতলা স্ট্রিট ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭, ভারত।
CIN: U45201WB1996PLC082080
PAN: AABCR2247L
.......হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং.১/ আবেদনকারী কোম্পানি নং.১
এবং

বন্দনা গৃহ নির্মাণ লিমিটেড
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর বিধান অনুসারে নিগমিত একটি কোম্পানি, এর নিবন্ধিত কার্যালয় ১ম ফ্লোর, ব্লক সি, ১৬এ চৌরঙ্গী ম্যানশন ৩০ জওহর লাল নেহরু রোড, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৬, ভারত।
CIN: U45201WB1996PLC082079
PAN: AAACV8816E
.......হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং.২/ আবেদনকারী কোম্পানি নং.২
এবং

আইভি কাউন্টি প্রাইভেট লিমিটেড
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর বিধান অনুসারে নিগমিত একটি কোম্পানি। এর নিবন্ধিত কার্যালয় ১১৪, ১ম ফ্লোর, জিএইচ-০৫, সেক্টর-১২১, ক্লিও স্ট্রিট, নয়ডা গৌতম বুদ্ধ নগর, নয়ডা, উত্তর প্রদেশ-২০১৩০১, ভারত।
CIN: U70102UP2012PTC093533
PAN: AACC19503M
.......হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং.৩/ আবেদনকারী কোম্পানি নং.৩
এবং এর সাথে ও এর মধ্যে

ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড,
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর বিধান অনুসারে নিগমিত একটি কোম্পানি। এর নিবন্ধিত কার্যালয় ২য় ফ্লোর, ক্লিও স্ট্রিট, প্লট নং.জিএইচ-০৫, সেক্টর ১২১, নয়ডা, গৌতম বুদ্ধ নগর, নয়ডা, উত্তর প্রদেশ-২০১৩০১, ভারত।
CIN: U65921 UP1948PLC118668
PAN: AABCT7360A
.......গ্রহীতা কোম্পানি/ আবেদনকারী কোম্পানি নং.৪

আবেদনের নোটিশ
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ২৩০-২৩২ ধারার অধীনে একত্রীকরণ প্রকল্পের অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য একটি আবেদন মেসার্স **রামসিসারিয়া বিল্ডার্স লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি/ আবেদনকারী কোম্পানি নং.১), মেসার্স **বন্দনা গৃহ নির্মাণ লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি/আবেদনকারী কোম্পানি নং.২) এবং **মেসার্স আইভি কাউন্টি প্রাইভেট লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি/আবেদনকারী কোম্পানি নং.৩) দ্বারা **মেসার্স ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড** (গ্রহীতা কোম্পানি/ আবেদনকারী কোম্পানি নং.৪) এর সাথে ও এর মধ্যে **১৪.০৭.২০২৫** তারিখে পেশ করা হয়েছিল। উক্ত আবেদনটি ০৪.০৯.২০২৫ তারিখে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, এলাহাবাদ বেঞ্চ, প্রয়াগরাজ-এর সম্মুখে শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
যে কোনো ব্যক্তি উক্ত আবেদন/দরখাস্ত/রেফারেন্স সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক হলে, তার অভিপ্রায়ের একটি নোটিশ, যা তার বা তার আইনজীবীর দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং তার নাম ও ঠিকানা সহ, আবেদনকারীর আইনজীবী/পরামর্শকের কাছে পাঠাতে হবে, যাতে সেটি আবেদন/দরখাস্ত/রেফারেন্স শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই দিন আগে আবেদনকারীর আইনজীবী/ পরামর্শকের কাছে পৌঁছায়। যদি তিনি আবেদনকারীর আবেদন/ রেফারেন্সের বিরোধিতা করতে চান, তবে বিরোধিতার কারণ বা তার হলফনামার একটি অনুলিপি উক্ত নোটিশের সাথে সরবরাহ করতে হবে। এই আবেদন/দরখাস্ত/রেফারেন্সের একটি অনুলিপি নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা নির্ধারিত চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে যে কোনো ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হবে।
তারিখ- ২৩.০৭.২০২৫

স্বা/-
পিএনএএম অ্যান্ড কোং এলএলপি
এফ-১৪/১৫, দ্বিতীয় ফ্লোর, শিবম হাউস, মিডল সার্কেল, কনৌট প্লেস, নয়াদিল্লি-১১০০০১
৯৯৯৯৩৬৬৬৭/৯৮৯১৯৯১২০
complianceandlegal@pnam.com

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড)
রেজিঃ অফিস: "বৈভব", ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN : L74300WB1983PLC036342
টেলি নং ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২
ই-মেল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ বিকেল ০৪:০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন এবং কোম্পানির যোগ্য ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রাইট ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হবে।
আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং বিএসই লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com যথায় কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত, তথায় পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড)
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
স্থান: কলকাতা — **কোম্পানি সেক্রেটারি-কাম-কমপ্ল্যায়াঙ্গ অফিসার**
তারিখ: ২৩.০৭.২০২৫

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/184/25-26/ 2nd Call Dated 22.07.2025	Colouring Of Boundary Wall, Fencing And Repairing Of Ground At Netaji Sports Complex Of Ward No.-27 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,27,185.00
WBMAD/ULB/ RSM/188/25-26/ 2nd Call Dated 22.07.2025	For Eucalyptus Pilling Lotus flat at Ramesh Sardar's pond, at Mahamaya Mandir road, Ward No. - 28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,46,712.00

Bid Submission end date: **31.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

বেতা-খড়রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
নিবন্ধন সংখ্যা-13 HG, তারিখ- 21.10.2010
গ্রাম- বেতা, ডাকঘর- সিনেট, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক নং-04/ARO/PACS/BETAKHARARI/2025 — **তারিখ** - 23.07.2025

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন এবং বিশেষ সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বেতা-খড়রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরেজি ২০.০৮.২০২৫ তারিখ, সকাল ১১.০০ টায় বেতা-খড়রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর প্রধান কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন পরিশেষে বিশেষ সাধারণ সভা সংঘটিত হবে। উক্ত পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন তথা বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক পরিচালক মন্ডলীর আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সমবায় সমিতি সমূহের পরিদর্শক
পোলবা-দাদপুর সমষ্টি উন্নয়ন

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ-
১. নির্বাচন ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি ও উপবিধিতে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য/ সদস্যার যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পদের জন্য তারা প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম / মৌজা	ভোটার সংখ্যা	পরিচালকমণ্ডলীর পদের সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
১	বেতা, খড়রী, বস্ত, পাঁজিপুকুর, সড়প, দৌলতপুর, মুশাড়, নোনাডাঙ্গা	২৬৭	**সর্বমোট ১২(বারো) জন** [তন্মধ্যে **২(দুই)** জন মহিলা (সংরক্ষিত পদ), **১(এক)** জন তপশিলি জাতি/ উপজাতি এর অন্তর্গত (সংরক্ষিত পদ)]*

* In accordance with the Cooperative Election Commission Circular: Memo No. 1423-CEC/IV-01/2012-13 Dated: 17.07.2017
সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা **১ (এক) টি**, মোট ভোটার সংখ্যা **২৬৭ জন** এবং সর্বমোট পরিচালকমন্ডলীর পদের সংখ্যা **১২ (বারো)** জন।
২. নির্বাচন ক্ষেত্রে যতজন অনুমোদিত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন, ভোট-পত্রে(ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।
৩. নির্বাচন-সূচী

ক্র. নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	০১.০৮.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৪.০৮.২০২৫	সকাল ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৬.০৮.২০২৫	দুপুর ১২টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৬.০৮.২০২৫	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	০৭.০৮.২০২৫	দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৭.০৮.২০২৫	দুপুর ৩টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২০.০৮.২০২৫	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৮	ভোট গণনা	২০.০৮.২০২৫	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	২০.০৮.২০২৫	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

৪. সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সর্বনিম্ন ১৯ বছর হতে হবে এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সমিতিতে সেই ব্যক্তির সদস্যপদের বয়স সর্বনিম্ন এক বছর হতে হবে। সমিতির কোনো ঋণ-খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৮ সি (১০) ও সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ এর নিয়ম ৪২(সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচনী আয়োগ এর রেগুলেশন ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৫. মনোনয়নপত্র গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
৬. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমান হিসাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৭. কোনো কারণে কোনো সদস্য/ সদস্যা এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত না হতে পারলে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ভোট-দান করতে পারবেন।
৮. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক-কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক/ সমর্থক হতে পারবেন না।
৯. প্রার্থী মনোনয়নপত্রে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
১০. সংরক্ষিত তপশিলি জাতি/ উপজাতি আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের কপি প্রদান করতে হবে।
১১. সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে উক্ত সভায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি বিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।
১২. কোনো সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোনা বিষয়ে অবগত হতে চাইলে তাকে সমিতিরি কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
বেতা-খড়রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

EKDIN 23.07.2025 PAGE 8 GHURE TOURE_Layout 1 7/22/2025 3:12 PM Page 1

ঘুরে ট্যুরে

মনিরুল ইসলাম

পায়ের তলায় ধূসর মৃত্তিকা। মাথার উপর স্বচ্ছ নীল আকাশ। চারিদিকে উঁচু উঁচু ধূসর পর্বত। সকালের সোনালি রোদ যেন ঝরে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ফুরফুর করে বইছে হাড়হিম করা হিমেল বাতাস। পর্বত শিখরগুলি যেন রুপোলি টোপর মাথায় দিয়ে ধ্যানে বসেছে। পর্বত আর মেঘেরা যেন মিতালি করছে। কখনও কখনও সোনালি রোদ গায়ে মেখে অথবা মেঘের চাদর ভেদ করে আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের লাদাক ট্যুরের সবচেয়ে কঠিন, ভয়ঙ্কর ও চিত্তাকর্ষক পথে। লে শহর ছাড়িয়ে আমরা যত পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছি ততই লে শহরকে যেন ছবির মত সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে যেন সকালে সোনালি রোদ গায়ে মেখে সবে স্নান সেরে উঠেছে। পাহাড়ের কোলে একখানা ছোট্ট শহর যেন মেঘের অবগুণ্ঠনে লুকিয়ে আছে। সবুজ তরু ছায়ার তলে ঘুমিয়ে আছে। পথের দু'ধারের শোভা অবর্ণনীয়। দু'দিকে খাড়া রংবেরঙের বিচিত্র পাহাড়। শিখরগুলিতে সাদা বরফ আবৃত। মনে হচ্ছে যেন তারা আকাশ ছুঁতে চায়। পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে উঠতে আমরা দেখতে পেলাম পাহাড়ি পথ যেন সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে। সে পথ দিয়ে শত শত পর্যটক ও বাইকার এগিয়ে চলেছেন বিশ্বের সর্বোচ্চ মোটরেবেইল পাসের আনন্দ উপভোগ করার জন্য। পথ ক্রমশ চড়াই হয়ে আসছে। নিচের দিকে তাকাতেই যেন ভয়ে বুক কেঁপে যাচ্ছে। তবে মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। দেখতে দেখতে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে এলাম।

পাহাড়ের গা দিয়ে যেন সরু সুতোর মতো একটা রাস্তা এঁকে রেখে চলেছে। একদিকে খাড়া পাহাড় ওপর দিকে গভীর খাদ। নিচের দিকে তাকাতেই ভয়ে বুক কেঁপে যায়। সরু পথ বেয়ে অসংখ্য গাড়ি ও বাইক সার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একটা খাড়া উতরাই পার হয়ে বাঁক নিতেই দেখতে পেলাম শত শত গাড়ি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির চালক জানালেন কিছুটা দূরে পাহাড়ে ধস নেমেছে। পাথর সরানোর কাজ চলছে। পর্যটকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের কর্মীরা রাস্তা পরিষ্কার করে দেন। আমরা আবার এগিয়ে চলি। কিছু কিছু জায়গায় পাহাড়ের গায়ে হিমবাহ জমে কঠিন হয়ে আছে। আবার কিছু কিছু জায়গায় বরফ গলা জলে নদী সৃষ্টি করে পথ পিচ্ছিল করে দিচ্ছে। দুই-এক জায়গায় রাস্তার কোনও চিহ্ন নেই, নুড়ি পাথরে ভরা এবড়োখেবড়ো পথ। এলাকাটি পুরোপুর ইন্ডিয়ান আর্মির সিয়াচেন ওয়ারিয়র্সের অধীনে। এই রাস্তাটি নুব্রা হয়ে যাচ্ছে সিয়াচেন বেস ক্যাম্পে। আমরা যত উপরে উঠছি শহরকে তত ছবির মত সুন্দর লাগছে। সকালের আলোর রোশনাই অবগুণ্ঠন খুলে দেয় জাসকর পর্বত ও কারাকোরাম পর্বতশ্রেণির। জাসকর ও কারাকোরাম যেন এখানে মিতালি করছে বিশ্বের উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেনের গ্লেসিয়ারের সঙ্গে। বাঁদিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে ১২৫০০ ফুট উচ্চতায় লে'র সর্বোচ্চ গ্রাম গংলাসে। এখানেই রয়েছে লে শহরের পানীয় জল সরবরাহের রিজার্ভার। পাহাড় কেটে গেটের মতো জায়গা লেখা আছে 'গেটওয়ে অফ নুব্রা'। খারদুংলার একটু আগেই নর্থ পুলু চেকপোস্ট। সেখানে পাস দেখিয়ে আমাদের যাত্রার অনুমতি মেলে। লে থেকে প্রায় ৪৫ কিমি পাহাড় চড়ার পর আমরা পৌঁছে গেলাম পৃথিবীর উচ্চতম মোটরেবেইল পাস খারদুংলায়। উচ্চতা ১৭৯৮২ ফুট।

এটি একটি ভয়ঙ্কর পাস। যা ভ্রমণকারীদের জন্য রোমাঞ্চ ও আনন্দে ভরা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চে অবস্থিত হওয়ায় খারদুংলায় নিজেকে বিশ্বের শীর্ষে অনুভব করতে থাকি। খারদুংলা পাস যা লোয়ার ক্যাসেল নামেও পরিচিত। খারদুংলা অভিযান আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চারের সাক্ষী হয়ে রইল। এটি অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের কাছে স্বর্গ। বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে পর্যটকদের ছুটে আসে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। পাহাড়ের উপরে আকা বাঁকা রাস্তা এবং দুর্দান্ত উপত্যকার আশ্চর্য দৃশ্য হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। যার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হচ্ছে যেন আমরা শূন্যে ভেসে আছি। হিমশীতল বাতাসের দাপটে শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। বাতাসে অক্সিজেনের অভাব বেশ অনুভব করলাম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যেন মাথাটা একটু দুলছে। পাশে একটা হলুদ ফলকে চোখ আটকে গেল। তাতে লেখা আছে, আপনি এখানে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। এই পরিবেশে এটাই যেন বাস্তব মনে হয়। পাশে একটি নীল রঙের থামে ও হলুদ রঙের ফলকে লেখা প্রজেক্ট হিমাঙ্ক। হায়েস্ট মোটরেবেইল রোড অফ দি ওয়ার্ল্ড। হাইট ১৭৯৮২ ফুট। আবহাওয়া ভাল থাকার জন্য দক্ষিণে জাস্কার পর্বতশ্রেণি আর উত্তরের কারাকোরাম পর্বতশ্রেণির অসংখ্য শৃঙ্গ দেখার সৌভাগ্য হল। যতদূর চোখ যায় শুধু রূপোলি পাতে মোড়া পাহাড়চূড়া উকি দিচ্ছে, আর নীল আকাশ চাঁদোয়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোনালি রোদে পাহাড়চূড়াগুলি যেন মনি-মানিক ভরিয়ে তুলেছে। আমি আমার সঙ্গী ফারুককে বললাম, এত উচ্চতায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। এমনিতেই অক্সিজেনের অভাব বোধ করছি। হাঁটা-চলা করতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও বর্ষা, গগন, ফারুক, বাবুসোনা, সুব্রতবাবু ও গোপা বউদি বরফ নিয়ে শিশুর মতো খেলা করছে। এদিকে খবর আসে আমাদের ট্যুর অপারেটর নিরঞ্জনবাবু অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। আমরা সময় নষ্ট না করে পাকদণ্ডি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে নিরঞ্জনবাবু আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন। কয়েক হাজার ফুট নিচে নেমে এসে আমরা দেখতে পেলাম সায়ক পান্না রঙিন জল বুকে নিয়ে পাহাড়ের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে। দু'দিকের পাহাড় ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সায়ক নদীর উপত্যকা ধরে আমরা বয়ে চলেছি। এখান দিয়ে ছিল প্রাচীন রেশম পথ। এই রাস্তাকে বলা হতো খোটান রোড। আর লে-কে বলা হতো গেটওয়ে অফ সেন্ট্রাল এশিয়া। এই পথেই বণিকরা উট আর গাধার পিঠে সামগ্রী চাপিয়ে মাসের পর মাস পায়ে হেঁটে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।

এপথে চলা রোমাঞ্চে ভরা। চিনা বর্ডার, ফৌজিবাহিনীর আনাগোনা, আর আছে শিব অর্থাৎ খারদুং-লা বাবার মন্দির। আপেল, খুবানি, আখরোট, তুঁতের চাষ হচ্ছে খারদুংলায়। তবে, বাসের চলা অনিয়মিত এপথে। বরফের ফসিলও পার হতে হয় এপথে।

খারদুংলা গিরিপথটি ১৯৭৬ সালে মোটরযানের জন্য নির্মিত হয়। ১৯৮৮ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পথ দিয়ে প্রথম চিনকে যুদ্ধের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। গিরিপথটি দেখাশোনার দায়িত্ব বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের। খারদুংলা অতি উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ার জন্য যে কোনও সময় আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

খারদুংলা যা তিব্বতি ভাষায় 'সাদা বরফের পর্বত' নামে পরিচিত। এটি বিশ্বের সুন্দরতম ও উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গগুলির একটি। সারা বছর খারদুংলার শীর্ষ বরফে আচ্ছাদিত থাকে, যা সূর্যের আলোতে চকচক করে। এই পর্বতের ওপর থেকে আকাশের নীল রঙ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। খারদুংলার আশপাশে বিভিন্ন রকমের ভূপ্রকৃতি যেমন সবুজ উপত্যকা, পাথুরে ভূমি এবং ছোট নদী দেখা যায়। এই সৌন্দর্য প্রকৃতিপ্রেমী এবং পর্বতাভিযাত্রীদের জন্য এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ■

এটি একটি ভয়ঙ্কর পাস। যা ভ্রমণকারীদের জন্য রোমাঞ্চ ও আনন্দে ভরা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চে অবস্থিত হওয়ায় খারদুংলায় নিজেকে বিশ্বের শীর্ষে অনুভব করতে থাকি। খারদুংলা পাস যা লোয়ার ক্যাসেল নামেও পরিচিত। খারদুংলা অভিযান আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চারের সাক্ষী হয়ে রইল। এটি অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের কাছে স্বর্গ। বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে পর্যটকদের ছুটে আসে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। পাহাড়ের উপরে আকা বাঁকা রাস্তা এবং দুর্দান্ত উপত্যকার আশ্চর্য দৃশ্য হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। যার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ধওলছিনা: এক পার্বত্য রূপকথা

ড. গৌতম সরকার

বেড়াতে গিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার পথে আশপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখতে দেখতে যাওয়া ব্যাপারটা খুব উপভোগ্য। আর সঙ্গে কুমায়ুন-গাড়োয়ালের ইতিহাস গুলে খাওয়া যোশীজি সঙ্গে থাকলে কোনো ভাবনা নেই। উনি গাড়ি চালাতে চালাতে সেই সব জায়গার ইতিহাস শোনাতে থাকবেন এভাবেই পেরিয়ে গেলাম- রানিখেত গল্ফ কোর্স, কালিকা টেম্পল (একটি সতী পীঠ, কিংবদন্তী এখান থেকে কালী মূর্তি নিয়ে গিয়ে কলকাতার কালীঘাটে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে), কাটারমল সূর্য মন্দির (ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সূর্যমন্দির), আর আলমোড়ার চিতাই গোলু দেবতা মন্দির। সবকিছু দেখতে দেখতে জিম করবেট অভয়ারণ্য থেকে দুশো কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যখন ধওলছিনায় পৌঁছলাম তখন স্লেটরঙা আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ গাছগাছালি ভরা ধওলছিনার মাথার উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে

ধওলছিনা কুমায়ুন হিমালয়ের কোলে লুকিয়ে থাকা এক পার্বত্য

হ্যামলেট কোথাও নাগরিক কোলাহল নেই, প্রকৃতির বারান্দায় বসে অলস সময় যাপনের এক আদর্শ ঠিকানা পরেরদিন প্রভাতিক ভ্রমণে বেরিয়ে পাইনঘেরা রাস্তা ধরে এগিয়ে এখানকার একমাত্র রাজকীয় কলেজের দেখা পেলাম পিচ রাস্তা ছেড়ে একটা ইঁট বসানো রাস্তা উৎরাইয়ে নেমে গেছে। কলেজে পৌঁছে আশপাশ দেখতে দেখতে একটা 'কিরকিরে' আওয়াজ কানে এল। প্রথমে ভাবলাম গাছের পাতা নড়ার শব্দ, ওপর দিক তাকাতে চোখে কি যেন পড়ল, ভাবলাম বৃষ্টি হচ্ছেখ তারপরই আমাকে চমকে দিয়ে সাবুদানার চেয়ে বড় আর নকুলদানার থেকে ছোট ছোট শিলা পড়তে লাগল। আমি তো অবাক! এ যে না চাইতেই অকৃপণ প্রকৃতির অমূল্য উপহার! মুহূর্তের মধ্যে আশপাশ সাদা গুঁড়ো শিলায় ভরে উঠলো। তবে কিছুক্ষণ পর শিলাবৃষ্টি থেমে গেল এরপর সারাটা দিন আকাশের মুখ ভার। স্থানীয় মানুষজন বলছে-বরফপাতের সমূহ সম্ভাবনা

প্রাতঃরাশ সেরে বেরোলাম তিরিশ কিলোমিটার দূরে বিখ্যাত তীর্থস্হান জাগেশ্বর দর্শনে এটি একটি মন্দিরের শহর। সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে কাত্যুরাই রাজবংশের রাজারা সমগ্র উত্তরাখণ্ডে প্রচুর মন্দির স্থাপন করেছিলেন, জাগেশ্বর শিবমন্দিরধাম তাদের মধ্যে অন্যতম। জাগেশ্বরধাম ভগবান সদাশিবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি। কথিত আছে এই মন্দিরেই সর্বপ্রথম ভগবান শিবকে লিঙ্গরূপে

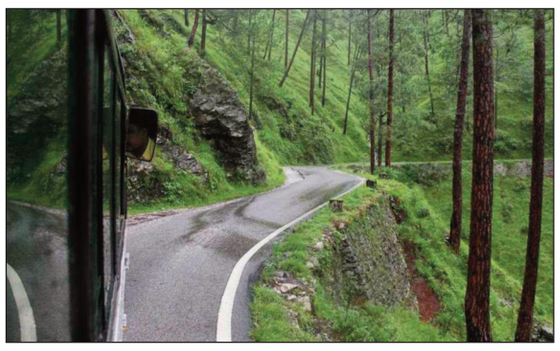

পূজো করা শুরু হয়। এখানে একশো পঁচিশটি মন্দির আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- যজ্ঞেশ্বর, ভৈরব, চন্ডিকা, মৃত্যুঞ্জয়, নবদূর্গা, নবগ্রহ ইত্যাদি। মূল মন্দির প্রাঙ্গনে পৌঁছানোর আগে ডানদিকে পড়বে দণ্ডেশ্বর মন্দির আর কুবের মন্দির। মন্দিরগুলোর পাথরের কাজ সেই যুগের ভাস্কর্যের মুন্সিয়ানাকে তুলে ধরে। আরেকটি দ্রষ্টব্য হলো মিউজিয়াম। জাগেশ্বরধামের যে সমস্ত মূর্তিগুলোর কালের নিয়মে অঙ্গচ্ছেদ ঘটেছে সেগুলো বিসর্জন না দিয়ে ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করেছে।

ধওলছিনায় আমাদের হোটেল ছাড়িয়ে দেওদার আর পাইনে সাজানো মায়াবী এক মাটির রাস্তা হালকা চড়াইয়ে ওপরে উঠে গেছে। সেই রাস্তা ধরে দেড় কিলোমিটার এগোলে আনন্দময়ী আশ্রম, আরও দু কিলোমিটার দূরে শক্তিপীঠ ভগবতী দেবীর মন্দির। কোনোটাই এই বিকেলে যাওয়া সম্ভব নয় এখানে আরেকটি দ্রষ্টব্য হোটেল থেকে চারশো মিটার উপরে হিমালয়ান ভিউ পয়েন্ট। বিকেলটা নিচের বাজারে আশপাশ ঘুরে কফি খেয়ে কাটালাম।

পরেরদিন সকালে বেরিয়ে মিনিট দশেকের মধ্যে আনন্দময়ী আশ্রমে পৌঁছে গেলাম। রাস্তা আসান, হালকা চড়াই, দু কিলোমিটার দূরে সতীপীঠ ভগবতী মায়ের মন্দির মিনিট কুড়ি হাঁটার পর একটা গেট পড়লো, কিন্তু সমস্যা হল কোথাও মন্দিরের কোনও চিহ্ন নেই পাথরের ধাপে ধাপে সিঁড়ির প্রগতি ওপরদিকে উঠতে উঠতে ঘন জঙ্গল-পাহাড়ের উর্ধ্বসীমার বিভাজনে হারিয়ে গেছে। তবে চ্যালেঞ্জটা নিলাম, ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম- উঠছি তো উঠছি, যত ওপরের দিকে তাকাই ততই পেট গুড়গুড় করে। প্রায় একঘন্টা চড়াই ভাঙার পর পাহাড়ের মাথায় পৌঁছলাম। কিন্তু নিরাশ হলাম, মন্দিরের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। উল্টে একটা সমতল রাস্তা অন্য এক পাহাড়ে গিয়ে চড়াই চড়তে শুরু করেছে আশা ছেড়ে দিলাম, তখন আর চড়াই পেরোনোর দম বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই, চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হল, হার না মেনে আবার শুরু হল পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন বহু কষ্ট শেষে দেবী ভগবতী মা সন্তান বাৎসল্যে কোলে টেনে নিলেন। মন্দির প্রাঙ্গনে পৌঁছে মনে হল এর ওপরে পার্থিব কিছু থাকতেই পারেনা।

এটা একটা সুন্দর সাজানো সচ্ছল সমৃদ্ধ এক মন্দির। যখন পৌঁছলাম তখন পুজো চলছে। উত্তর আকাশ জুড়ে শোভা পাচ্ছে তুষারশোভিত কিরীট চূড়া। কিছুক্ষন বিশ্রামের পর নামতে শুরু করলাম উত্তরণের চেয়ে অধঃপতনে সবসময়ই কম সময় লাগে। আধঘন্টার মধ্যে হোটেলে পৌঁছে গেলাম

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য, যেখানে পাহাড় থেকে সমুদ্র, অভয়ারণ্য থেকে ঐতিহাসিক রাজা-বাদশা দের কাহিনী, ধর্মস্থান থেকে গভীর অরণ্য, বিভিন্ন সৌধ সমাধি— ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য অফুরান জায়গা। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সারাবছর বেশী ভ্রমণ পিপাসুদের ভীড় হয় সমুদ্র সৈকত দীঘাতে। রয়েছে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী, রয়েছে, দার্জিলিং, সান্দাকফু ইত্যাদি পর্যটন স্থান। যারা ভ্রমণকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করে ফেলেছেন, তারা খুঁজে বেড়ায় নতুন নতুন জায়গা। বর্তমানে পাহাড়ের কোলে অনেক নির্জন স্থানে গড়ে উঠেছে কিছু 'অফবিট' পর্যটন স্থান। সেখানে থাকা খাওয়ার জন্য গড়ে উঠেছে 'হোম-স্টে'। কারণ এইসব জায়গা গুলি যেখানে, সেখানে হোটেল বা নিকটবর্তী স্থানে কোনো দোকানপাট নেই। তাই হোম-স্টে হলো ভরসা।

তেমনি একটি নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা কয়েকজন পরিবার মিলে কালিম্পং জেলার সাবালমং পাহাড়ে পৌঁছে গেলাম। উঠলাম 'বারিষ' হোম-স্টে তে। ঘরগুলি অপূর্ব। কাঠের তৈরী দোতালা ঘর। নীচে ডাবল বেড এবং উপরেও ডাবল বেডের ব্যবস্থা আছে । হোম-স্টে গুলির ভিত কংক্রিটের তৈরী। উপরটা কাঠের। একসাথে দু তিনটি হোম-স্টে রয়েছে। যেহেতু কালিম্পং শহর থেকে অনেকটা দূরে , তাই আশেপাশে কোনো দোকানপাট নেই, বাজার নেই। ওখানে সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। সব্জি এবং মাছ কিনতে হাটই একমাত্র সম্বল।

সামালবং (Samalbong) সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৬৫০০ ফুট উপরে অবস্থিত। আমরা চার রাত পাঁচ দিন সাবালমং হোম-স্টে তে কাটিয়েছি।সাবালমং-এ যেদিন পৌঁছেছিলাম (দুপুর ১-০০ টা), ঐদিন আবহাওয়া ভালোই ছিলো। আমাদের দলের উদ্দেশ্য ছিলো কয়েকটা দিন বিশ্রাম এবং পাহাড়ি নির্জন সৌন্দর্য উপভোগ করা। পরের দিন সকাল থেকে আকাশে মেঘ, থেকে থেকে বৃষ্টি। এ এক অন্য পাহাড়। আমরা যে পাহাড়ের হোম-স্টে তে রয়েছি , তার পাশের রাস্তাও দেখা যায়নি, মেঘে ঢাকা পাহাড়। আমাদের পাশে আরো দুটি হোম-স্টে ছিলো। কিন্তু তাও মেঘ বালিকা ঢেকে রেখেছে। ঠিক তেমনি আমরাও তখন মেঘের ভেতরে একটি অপূর্ব সুন্দর কাঠের তৈরী হোম-স্টেতে রয়েছি। রাবন পুত্র ইন্দ্রজিৎ যেমন মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করেছে, আমরাও যেন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছি। প্রকৃতই মেঘের কোলে সারাটাদিন আমরা ছিলাম। দারুণ ফিলিংস হচ্ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করার জোড় আমার কলমের নেই। সারাদিন চারটি পরিবার ঘরে বসে আড্ডা আর ক্ষণে ক্ষণে হোম-স্টে থেকে মুখরোচক খাবার দিনটাকে এক অন্য মাত্রা এনে দিলো। এই মনোরম

হোম-স্টে থেকে ঘুরে এলাম লাভা এবং লোলেগাঁও। কালিম্পং জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম লাভা এবং লোলেগাঁও। এখানে রয়েছে একটি সুন্দর পার্ক। তার চারপাশে প্রচুর গাছ ঘিরে রেখেছে লাভার পার্কটি। পার্কটিতে বিভিন্ন ফুলের বাহার রঙ্গীন করেছে পার্কটিকে। এখানে রয়েছে বৌদ্ধদের মনেস্টারি । ঘুরে আসা যায় সেখানেও। লাভা লোলেগাঁও সব ঋতুতে আসা যায়। ঋতুতে ঋতুতে এর রূপ পাল্টায়। শীতকালে এখানে বরফ পরে। তাহলেও সেপ্টেম্বর, অক্টোবর বেড়ানোর পক্ষে সবচেয়ে ভালো সময়।